মৃত্যুগহ্বর পেরিয়ে

ময়ূখ চৌধুরী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কাপালালোর পরামর্শ

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আফ্রিকার জীবজন্তু, মানুষ ও উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি নামে মিত্রপক্ষের এক প্রাক্তন সৈনিক উক্ত মহাদেশে পদার্পণ করেন।

উত্তর রোডেশিয়াতে কায়না নামক ভয়াবহ মৃত্যু গহ্বর আবিষ্কার করার পর তদানীন্তন কালে আফ্রিকায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারের কাছে আত্তিলিওর খুব কদর বেড়ে যায়, অতএব নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করার জন্য অনুমতি পত্র পেতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয় নি।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময় বহু বিচিত্র ও ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি, কিন্তু বেলজিয়ান কঙ্গোর অন্তর্ভুক্ত ওয়াকাপাগা জাতির আস্তানার কাছে যে দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন তার বুঝি তুলনা নেই। কুয়াশা আচ্ছন্ন এক প্রভাতে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো তাঁর সামনে আবির্ভূত হল নর খাদক দেবতা!

আত্তিলিও গত্তি তাঁর পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে-কোন নূতন স্থানে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ওয়াকাপাগা নামক নিগ্রোদের গ্রামে পৌঁছে তিনি একটি মানুষকেও দেখতে পেলেন না। তবে হ্যাঁ, কয়েকটা ছাগল গ্রামের ভিতর থেকে ব্যা-ব্যা শব্দে আগন্তুকদের সম্বন্ধে তাদের মতামত জানিয়েছিল বটে!

"ব্যাপারটা কি ?" আত্তিলিও মোটবাহকদের সর্দার কাপালালোকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকগুলো কি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল ?"

কাপালালো মনিবের সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে মোট-বাহকদের মালপত্র সেখানেই নামিয়ে রাখতে আদেশ করল, তারপর পুবদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, "শোনো।"

আত্তিলিও কান পেতে শুনলেন নির্দিষ্ট দিক থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত ও বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি। তাঁর মনে হল দূরবর্তী নদীতটই পূর্বোক্ত গীতবাদ্যের উৎসস্থল। সম্ভবতঃ ঐখানেই সমবেত হয়েছে গ্রামের সমস্ত মানুষ।

"বিয়ের ব্যাপার নাকি ?" আবার প্রশ্ন করলেন আত্তিলিও।

উত্তর এল না। কাপালালো হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। আত্তিলিও বিরক্ত হলেন। চারদিন ধরে কুম্ভীর-সঙ্কুল জলপথে নৌকা চালিয়ে এবং আগুন-ঝরা রোদের ভিতর বারো ঘণ্টা পা চালিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পথের মধ্যে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য কীটপতঙ্গ, তাদের কামড়ের জ্বালায় তাঁর সর্বঅঙ্গ জ্বলছে— বলাই বাহুল্য শরীরের এমন অবস্থায় বিয়ের উৎসব দেখার ইচ্ছে তাঁর ছিল না।

এখন তিনি তাঁবু খাটিয়ে ভিতরে ঢুকে বিশ্রাম নিতে চাইছেন। বিশ্রামের আগে পরিষ্কার জল আর সাবান সহযোগে সমস্ত শরীর ধুয়ে পতঙ্গের দংশনে ক্ষতবিক্ষত স্থানগুলোতে 'আইওডিন' লাগানো দরকার—এখন কি উৎসব-টুৎসব ভালো লাগে ?

অতএব আত্তিলিও গর্জে উঠলেন, "বিয়ে ফিয়ের ব্যাপার নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাতে চাই না। গাঁয়ের সর্দারকে এখনই ডেকে আনো। লোকজন লাগিয়ে সে এখনই পানীয় জল আর স্নানের উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা করুক। তারপর জ্বালানি কাঠ, ফল, ডিম, মুরগি সব চাই—ঝটপট ! জলদি !"

কাপালালো এক পা নড়ল না। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে সে আত্তিলিওর দিকে তাকাল। তার চোখের ভাষা অতিশয় স্পষ্ট —'আহা! অবোধ বালক! তুমি জানো না তুমি কি বলছ!'

খুব বিশ্বাসী মানুষ কাপালালো। তার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আত্তিলিওর অগাধ আস্থা। এর আগে সে কখনও মনিবের আদেশ অমান্য করেনি। এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত অনুচর যদি হঠাৎ অবাধ্য হয়ে পড়ে তাহলে মনিব আর কি করতে পারেন? নিরুপায় আত্তিলিও আসন গ্রহণ করলেন একটা কাঠের বাক্সের উপর।

বিরক্ত বা উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, বেশ শান্তভাবেই এবার প্রশ্ন করলেন আত্তিলিও, "ব্যাপারটা কি বলো তো?"

"কুমীর", কাপালালোর উত্তর, "কাল দুই যমজ বোনের মধ্যে ছোট মেয়েটিকে কুমীরে নিয়েছে।"

—"তাহলে এটা কি শোকসভা? শোক প্রকাশের পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কি এইখানেই বসে থাকব?"

ওয়াকাপাগা জাতির প্রতিবেশী অন্য আর একটি নিগ্রোজাতির মানুষ কাপালালো। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্যই তার জানা আছে। আত্তিলিওর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল—বিদেশীদের উপস্থিতি এই সময়ে ওয়াকাপাগা জাতি পছন্দ করবে না, কারণ এখন তারা চফু-মায়া নামক দেবতাকে পূজা নিবেদন করতে ব্যস্ত।

আত্তিলিও কিছু কিছু স্থানীয় ভাষা জানতেন। চফু-মায়া কথাটার অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন—মৃত্যুদূত!

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা আবার কি? প্রেতাত্মা?"

—"না, বাওয়ানা। চফু-মায়া হচ্ছে একটা কুমীর। নদীতে আর জলাভূমিতে যে-সব কুমীর বাস করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভয়ানক জন্তুটার নাম চফু-মায়া। গতকাল নাইনি নামে মেয়েটিকে চফু-মায়া নিয়ে গেছে। ঠিক বছর দুই আগে নাইনির

বড় বোনকেও ঐ জন্তুটা খেয়ে ফেলেছিল। দুটি মেয়েই ছিল যমজ বোন।"

আত্তিলিও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "ঐ হতচ্ছাড়া কুমীরটাকে মারার চেষ্টা না করে লোকগুলো তাকে পূজো করছে? আশ্চর্য ব্যাপার!"

"হ্যাঁ, বাওয়ানা", কাপালালো বলল, "ওয়াকাপাগারা তাকে খুশী করার চেষ্টা করছে। ওরা আশা করছে পূজো পেয়ে যদি চফু-মায়া খুশী হয় তাহলে সে আর ওদের উপর হামলা করতে আসবে না।"

আফ্রিকায় আসার পর থেকেই কুমীর সম্বন্ধে আত্তিলিও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা থেকে তিনি বুঝেছেন ঐ ভয়ংকর সরীসৃপকে শায়েস্তা করতে পারে শুধু শক্তিশালী রাইফেল। স্থানীয় নিগ্রোদের বর্শা আর তীর-ধনুক কুমীরের শক্ত চামড়া ভেদ করে মর্মস্থানে আঘাত হানতে পারে না। কিন্তু জলে নামার জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে ওয়াকাপাগা জাতি কুমীরের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না কেন সেই কথাটাই আত্তিলিও সাহেবের জিজ্ঞাস্য।

"অনেকবার সেই চেষ্টা হয়েছে", কাপালালো বলল, "কিন্তু এখানে খুব বড় গাছ পাওয়া যায় না। হাল্কা গাছের গুঁড়ি দিয়ে বেড়া লাগিয়ে দেখা গেছে কোন লাভ নেই। কুমীর লেজের আঘাতে ঐ সব বেড়া ভেঙে দেয় অনায়াসে। তাছাড়া জলে নেমে বেড়া লাগানোর সময়ে বহু মানুষ কুমীরের খপ্পরে প্রাণ হারায়।"

আত্তিলিও বললেন, "ওরা তাহলে ফাঁদ পাতে না কেন? ফাঁদের সাহায্যে ঐ শয়তান জানোয়ারগুলোকে নিশ্চয় কাবু করা সম্ভব?"

আত্তিলিওর কথা শুনে চমকে উঠল কাপালালো আর মোট-বাহকের দল—বাওয়ানা বলে কি!

অজ্ঞান অবোধকে জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করল কাপালালো,

"চক্ষু-মায়া হচ্ছে ওয়াকাপাগাদের দেবতা। নিজের দেবতাকে কেউ কখনও ফাঁদ পেতে মারার চেষ্টা করতে পারে ?"

অকাট্য যুক্তি। সত্যিই তো, দেবতা যতই অত্যাচার করুক, সে দেবতা তো বটে !

"ঠিক আছে", আত্তিলিও বললেন "কয়েকটা কুমীরকে আমি গুলি চালিয়ে হুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। এখন চটপট তাঁবু খাটিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে ফ্যালো। ওয়াকাপাগাদের সাহায্য তো পাওয়া যাবে না।"

একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিল কাপালালো। তারপর সব লোকগুলোকে অন্যান্য কাজে লাগিয়ে দিল। কিন্তু হাজার কাজের মধ্যেও তার হুই চোখের সতর্ক দৃষ্টি ছিল আত্তিলিওর উপর। অতএব আত্তিলিও যখন সঙ্গীতধ্বনি যেদিক থেকে ভেসে আসছে সেইদিকে পদচালনা করার উদ্যোগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে ছুটে এল কাপালালো—"না, বাওয়ানা, ওদিকে যেও না!" কাপালালোর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস। "কোথাও যাব না ? ওখানে ?" আত্তিলিও নদীর দিকে হাত দেখালেন।

"না, কুমীরদের উপর গুলি চালাতে যেও না," দারুণ উদ্বেগে কাপালালোর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, "ওখানে গেলে আর একটা সাদা মানুষের যেভাবে মৃত্যু হয়েছে, তোমারও সেইভাবে মৃত্যু হবে।"

"কি আজে-বাজে বকছ ?" আত্তিলিও ধমকে উঠলেন, "এই অঞ্চলে কোন সাদা মানুষ আসে না।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাপালালো একটি ঘটনার উল্লেখ করল। ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকদিন আগে। কাপালালো তখন বালক মাত্র। সেই সময় জনৈক বেলজিয়ান শিকারীর কাছে মোটবাহকের কাজ করেছিল কাপালালো। ওয়াকাপাগাদের আস্তানার কাছে

এসে উক্ত শিকারী যখন শুনল বহু স্থানীয় মানুষ কুমীরের কবলে প্রাণ হারিয়েছে, তখনই সে জলাভূমিতে গিয়ে রাইফেল চালিয়ে নরখাদক সরীসৃপদের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলার সঙ্কল্প করল।

নিগ্রোরা তাকে নিষেধ করেছিল। শিকারী কারও কথায় কান দিল না। একটা 'ক্যানো' (বিশেষ ধরণের নৌকা) নিয়ে কুমীর-শিকারে যাত্রা করল বেলজিয়ান শিকারী। তার সঙ্গে ছিল দু'জন স্থানীয় মানুষ। শিকারীর কাছ থেকে প্রচুর হাতীর মাংস পেয়ে লোক দুটি রাইফেলধারী শ্বেতাঙ্গকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল। একদিন খুব ভোরে যাত্রা করল তিনটি মানুষ এবং জলার ধারে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল মোটবাহকের দল, ওয়াকাপাগাদের জনতা এবং কাপালালো স্বয়ং। কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের আওয়াজ। তারপরই জাগল মনুষ্য-কণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ। জনতা বুঝল কুমীরের কবলে প্রাণ হারাল তিনটি দুঃসাহসী মানুষ। 'ক্যানো' নৌকাটাও নিখোঁজ হয়ে গেল; সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল দাঁড়-বৈঠা, নিগ্রোদের দুটি বর্শা, শিকারীর রাইফেল।

কাপালালোর গল্প শুনে সমস্ত ব্যাপারটা কি ঘটেছিল সহজেই অনুমান করতে পারলেন আত্তিলিও। জলাভূমির মধ্যে কোন একটি কুমীরকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল বেলজিয়ান শিকারী, তারপরই আহত জন্তুটার আক্রমণে অথবা অন্য কোন কুমীরের হামলার মুখে নৌকাটা ভেঙেচুরে ডুবে গিয়েছিল বলেই মনে হয়—কারণ, একবারের বেশী গুলির শব্দ শোনা যায়নি। নৌকা চালিয়ে অকুস্থলে গিয়ে লোকগুলোর সন্ধান নেওয়ার সাহস কারুরই ছিল না। সে ধরণের চেষ্টা করেই বা কি লাভ হতো? জলের মধ্যে এক ঝাঁক মানুষখেকো কুমীরের কবলে পড়লে তিনটি মানুষের পক্ষে

কিছুতেই আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। ঐ অঞ্চলের জলাভূমি অসংখ্য নরখাদক কুম্ভীরের বাসস্থান।

"কয়েক বছর আগে আরও একটি সাদা মানুষ এখানে এসেছিল," কাপালালো আবার বলতে শুরু করল, "সেই লোকটি ছিল ভারি সাহসী, প্রকাণ্ড জোয়ান। আমি নিজের চোখে দেখেছি, সেই সাদা মানুষ হাতী, সিংহ আর মোষের সামনে গিয়ে ফটো তুলছে। জন্তুগুলোর সামনে যাওয়ার সময়ে সে একটুও ভয় পেত না। তার সঙ্গে রাইফেল থাকতো। সে গুলি চালিয়ে শিকারও করতো। তার হাতের টিপ ছিল দারুণ ভালো, কোন সময়েই গুলি ফসকাতো না। ঐ লোকটিও চফু-মায়ার কথা শুনে তাকে মারতে গিয়েছিল। চফু-মায়া হল দেবতা—তাকে মারা কি সম্ভব? সেই সাদা মানুষটাকে খেয়ে ফেলেছিল চফু-মায়া।"

কাপালালোর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে আত্তিলিও বুঝলেন ঐ লোকটি ছিল ইংল্যাণ্ডের মানুষ। ফটো তোলা এবং শিকার ছিল উক্ত ইংরেজের নেশা। আত্তিলিও কাপালালোর মুখে থেকে ঐ ইংরেজ-শিকারী সম্পর্কে আরও সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। দিনের বেলা নাকি ঘুমিয়ে কাটাতো ইংরেজ, আর রাইফেল ও ক্যামেরা নিয়ে নদীর ধারে অপেক্ষা করতো সারা রাত জেগে। খুব সম্ভব নদীতটে বিশ্রামরত কুমীরের ফটো তোলার চেষ্টা করেছিল সে। অথবা এমনও হতে পারে কুম্ভীর ও জলহস্তীর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরল দৃশ্য আলোকচিত্রে তুলে নেওয়ার জন্য সে ব্যগ্র হয়েছিল। তবে তার সঠিক উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা আর জানা সম্ভব নয়, কারণ এক রাতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ইংরেজ-শিকারী। অকুস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীরা ভিজে মাটির উপর শিকারীর দেহের ছাপ এবং রাইফেল দেখতে পায়। ঐ খানেই ছিল কুমীরের গুরুভার দেহের সুগভীর পদচিহ্ন। মাটির উপর দিয়ে মনুষ্য-শরীর টেনে নিয়ে

যাওয়ার চিহ্নও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। শিকারী যে হঠাৎ নিদ্রার আবেশে অসাবধান হয়ে পড়েছিল এবং সেই সুযোগে জল থেকে উঠে এসে ধূর্ত চফু-মায়া যে শিকারীর নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় পরিণত করে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাপালালোর বিবৃতি শুনে আত্তিলিওর বক্তব্য হল নদীগর্ভে অবস্থিত অসংখ্য কুমীরের মধ্যে যে-কোন একটি জীবের পক্ষেই শিকারীকে গ্রাস করা সম্ভব, কিন্তু স্থানীয় নিগ্রোরা ঐ লোকটির মৃত্যুর জন্য চফু-মায়াকে দায়ী করেছে কোন্ প্রমাণের জোরে ?

উত্তরে কাপালালো জান'ল পায়ের ছাপ দেখেই স্থানীয় মানুষ বুঝতে পেরেছিল উক্ত শিকারীর হত্যাকারী হচ্ছে চফু-মায়া স্বয়ং। ঐ বিরাট কুমীরটার পদচিহ্নের বৈশিষ্ট্য স্থানীয় নিগ্রোদের সুপরিচিত, পায়ের ছাপ সনাক্ত করতে তাদের ভুল হয় নি একটুও।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল কাপালালো। সঙ্গীত ধ্বনি এবার এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। যেদিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল সেই দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আত্তিলিওর দিকে ফিরল কাপালালো, "বাওয়ানা, কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাও। এমন ভাব করবে যেন তুমি এখানকার কোন খবরই রাখো না। দুটি কুমারী মেয়ে মারা পড়েছে, আর দু'জনই হচ্ছে যমজ। কাজেই এবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। কোন সাদা মানুষ চোখে যা দেখে নি, সেই আশ্চর্য যাদুর খেলা দেখতে পাবে তুমি। শুধু একটু ধৈর্য চাই।"

পথের বাঁকে এইবার আত্মপ্রকাশ করল একটি ছোট-খাট মানুষ। দুটি মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল ঐ লোকটি। তার পিছনে হৈ হৈ করতে করতে ছুটছিল শত শত লোকের জনতা। আত্তিলিও এবং তাঁর সঙ্গীদের পাশকাটিয়ে ছুটে গেল সবাই। কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

"আমাকে বিশ্বাস করো বাওয়ানা," কাপালালো বলল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও।"

জায়গাটা ছিল খুব গরম আর কটুগন্ধে পরিপূর্ণ। তবু আত্তিলিও স্থান ত্যাগ করলেন না। সেই রাতেই তিনি স্থির করলেন কয়েকটা দিন কাপালালোর কথামতো চলবেন। ভালোই করেছিলেন বলতে হবে, জায়গা ছেড়ে চলে গেলে এক আশ্চর্য দৃশ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন।

দৈর্ঘ্য পঁয়ত্রিশ ফুট এবং ওজনে চার টন এক মহাশক্তিধর অতিকায় দানবের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল একটি নগণ্য মানুষ এবং সেই চমকপ্রদ দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্যটিকে স্বচক্ষে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন আত্তিলিও গত্তি। যথাসময়ে উক্ত ঘটনার বিবরণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ * ওয়াকাপাগাদের গ্রামে আন্তিলিও

ওয়াকাপাগাদের বিশ্বাস অর্জন করতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগল। ওয়াকাপাগা এক আদিম জাতি, আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে তারা অনিচ্ছুক। তাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেলজিয়ানরা কঙ্গোতে উপনিবেশ স্থাপন করার পর ওয়াকাপাগাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে এমন কথা বলা যায় না। বেলজিয়ান শাসক ওয়াকাপাগাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করার চেষ্টা করেছিল। কোন লাভ হয় নি। তারা এক পয়সাও রোজগার করে না ট্যাক্স দেবে কোথা থেকে? তখন তাদের ভিতর থেকে শক্ত-সমর্থ লোক-গুলোকে বেলজিয়ান সরকার ধরে নিয়ে গেল রাস্তা তৈরীর কাজের জন্য। অর্থাৎ বেগার খেটে তাদের খাজনা দিতে হবে। এর মধ্যে আবার ওয়াকাপাগাদের আস্তানায় হল এক পাদ্রার আবির্ভাব। খৃষ্টধর্মের মহাত্ম্য প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীসাহেব ওয়াকাপাগা-জাতির রীতিনীতির নিন্দাও শুরু করলেন। স্থানীয় মানুষ ক্ষেপে গেল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াতো বলা মুশকিল, কিন্তু সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান করে দিল চফু-মায়া—সুযোগ বুঝে সে একদিন পাদ্রীসাহেবকে টপ করে খেয়ে ফেলল! ঐ সঙ্গে বেলজিয়ান অফিসারটিকেও যদি চফু-মায়া ফলার করে ফেলতো তাহলে ওয়াকাপাগারা অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যেত।

আন্তিলিওর মন্তব্য শুনে ওয়াকাপাগাদের যাদুকর বিরস বদনে ঘাড় নেড়েছিল, "লোকটার সঙ্গে অনেকগুলো সৈন্য ছিল যে!"

যাই হোক, বেলজিয়ান সরকারের আচার আচরণ ওয়াকাপাগারা মোটেই পছন্দ করতো না। পূর্বে উল্লিখিত বেলজিয়ান ও ইংরেজ

শিকারীর মৃত্যুর পর তাদের গ্রামে সরকারী তদন্ত হয়েছিল। শিকারীদের অপঘাত মৃত্যুর জন্য ওয়াকাপাগা জাতির উপর মোটা টাকার জরিমানা ধার্য করা হল এবং সেই টাকা পাওয়া গেল না বলে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ শাসক ওয়াকাপাগাদের ভিতর থেকে অনেকগুলো জোয়ান মানুষ নিয়ে গেলেন বেগার খাটার জন্য! অর্থাৎ বেগার খেটেই জরিমানার টাকা শোধ দিতে হবে!

এমন সব ঘটনার পর আত্তিলিও সাহেবকে দেখে গ্রামের লোক যদি ভাব জমানোর জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আত্তিলিও তাদের দোষ দেন নি। তবে ওয়াকা-পাগাদের মনোভাব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সঙ্গে একদল সৈন্য থাকলে নিরাপত্তা সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। অবশ্য সৈন্য না থাকলেও কাপালালো ছিল। ছোটখাট একটা সৈন্যদলের চাইতে কাপালালোর একক উপস্থিতি যে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে আত্তিলিও ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

কয়েকটা দিনের মধ্যে ওয়াকাপাগাদের সর্দার, যাদুকর প্রভৃতি মাতব্বর শ্রেণীর হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে মেলামেশা করে কাপালালো তাদের বুঝিয়ে দিল আত্তিলিও গত্তি লোকটা খারাপ নয় এবং সরকারের সঙ্গে ঐ সাদা মানুষটার কোন সম্পর্ক নেই। কাপালালো আরও বলল যে, যদি ওয়াকাপাগারা তাদের যাদুর খেলা আত্তি-লিওকে দেখাতে রাজী হয় তাহলে তিনি তাদের অনেক টাকা দেবেন। ঐ টাকা বেলজিয়ান শাসকের হাত তুলে দিলে আর বেগার খাটার জন্য তাদের লোকগুলোকে সরকার ধরে নিয়ে যাবে না।

বেলজিয়ান কঙ্গোতে প্রবেশ করার আগে আত্তিলিও একটা পঞ্চাশ ডলারের বিল ভাঙ্গিয়ে বেলজিয়ান মুদ্রায় খুচরো করে নিয়েছিলেন। সেই খুচরা টাকার পরিমাণ কম নয়—তিনটি থলে

ভর্তি টাকা যখন আত্তিলিও তুলে দিলেন ওয়াকাপাগা-সর্দারের হাতে তখন আর তাঁর সদিচ্ছায় কারও সন্দেহ রইল না। ওয়াকাপাগা জাতির মধ্যে যে মানুষটিকে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয় এবং যার কথা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বেদবাক্যের মতোই অভ্রান্ত, সেই মাতুংগো নামক ব্যক্তিটি বলে উঠল, "বাওয়ানা আমার বন্ধু। তাকে সব কিছুই দেখানো হবে।"

"আগামীকাল," মাতুংগোর কথায় সম্মতি জানিয়ে বলে উঠলো সর্দার, "আবার নদীর ধারে কুমারী মেয়েরা নাচবে। ওরা নাচবে চফু-মায়ার জন্য। এবং বাওয়ানার জন্য।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ * দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি

আধুনিক সভ্যতা যাদের স্পর্শ করেনি, সেইসব আদিম জাতি খুব সরল ও বিশ্বাসী হয়। ওয়াকাপাগা জাতিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একবার বন্ধুভাবে গ্রহণ করার পর তারা আত্তিলিওর কাছে কিছুই গোপন করার চেষ্টা করল না। কাপা-লালো যে যাত্নর খেলার উল্লেখ করেছিল এইবার সেই যাত্ন-রহস্য খোলাখোলিভাবে জানতে পারলেন আত্তিলিও।

পর পর তুটি যমজ ভগ্নীকে অবিবাহিত অবস্থায় ভক্ষণ করেছে চফু-মায়া, এখন ওয়াকাপাগা-জাতির সামাজিক নিয়ম অনুসারে ঐ কন্যা তুটির পিতাকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কারণও বুঝিয়ে বলা হল। যদি যুদ্ধে কন্যাদের পিতা নিহত হয় তাহলে তার আত্মা কুম্ভীরের উদরে আবদ্ধ কন্যাতুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আর এক পৃথিবীতে—সেখানে শোক-তুঃখ নেই, আছে শুধু আনন্দ। আর যদি কন্যাদের পিতা যুদ্ধে জয়ী হয়, তবে কুমীরের পেট চিরে সে কন্যাতুটিকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করবে এবং মুক্ত আত্মা তুটি সর্বদাই পিতার সঙ্গে থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে সুখে-আনন্দে পরিপূর্ণ করে রাখবে, তাদের চেষ্টায় পিতৃদেবের ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে।

চফু-মায়ার কবলে নিহত যমজ ভগ্নীদের পিতার নাম নগুরা-গুরা। লোকটির দিকে তাকিয়ে আত্তিলিও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—ক্ষীণকায়-শান্তশিষ্ট এই বয়স্ক মানুষটি লড়াই করবে নরভুক অতিকায় কুম্ভীরের সঙ্গে? অসম্ভব, নিশ্চয়ই তিনি কোথাও ভুল করছেন!

"তুমি কি বলতে চাও," নগুরা-গুরার দিকে আঙুল দেখিয়ে

যাদুকর মাতুংগোকে জিজ্ঞাসা করলেন আত্তিলিও, "ঐ লোকটি চক্ষু-মায়ার সঙ্গে লড়াই করবে ?" ·

—"হ্যাঁ, বাওয়ানা।"

—"একা ? ওর হাতে রাইফেল থাকবে তো ?"

—"ও একাই লড়বে। ওর হাতে রাইফেল থাকবে না।"

যাদুকরের কুটিরের মধ্যে চুপ করে বসেছিল নগুরা-গুরা। মাথা নেড়ে সে মাতুংগোর কথায় সায় দিল।

আবার আত্তিলিওর প্রশ্ন, "তবে বোধ হয় বিশেষ ধরণের কোন ফাঁদ নিয়ে ও লড়াই করবে ?"

"না, বাওয়ান। ফাঁদের সাহায্য ছাড়াই ও লড়বে। ওর হাতে থাকবে একটা ছুরি আর একটা দড়ি। একমাত্র ওর নিজস্ব ডান হাতটা ছাড়া আর কেউ ওকে সাহায্য করতে আসবে না।"

নগুরা-গুরা নামক ছোটখাট মানুষটি আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

যাদুকর মাতুংগো বলল, "চক্ষু-মায়া যখন বোঝে বিপদের ভয় বিশেষ নেই তখনই সে দেখা দেয়। আর ওয়াকাপাগাদের পক্ষে চক্ষু-মায়ার মোকাবিলা করার ঐ একটি সুযোগই আছে। দড়ি আর ছুরি হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে চক্ষু-মায়ার সঙ্গে লড়াই করা যায়।"

মাতুংগোর কণ্ঠ শান্ত, নিরুদ্বেগ। আত্তিলিও সবিস্ময়ে দেখলেন নগুরা-গুরার ভাবভঙ্গীতেও কিছুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন নেই। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস আর সাহসের অধিকারী না হলে কোন মানুষই নরখাদক কুম্ভীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামার আগে এমন নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকতে পারে না।

মাতুংগোর গলার স্বর আত্তিলিওর কানে এল, "তুমি নিজের চোখেই সব দেখবে।"

নগুরা-গুরা সায় দিল, "হ্যাঁ, সময় এলেই দেখতে পাবে।"

...সময় এল কয়েক সপ্তাহ পরে।

অন্তবর্তী দিনগুলো অবশ্য একঘেয়ে লাগে নি আত্তিলিওর কাছে। প্রত্যেক দিন বাদ্যসহযোগে নৃত্যগীত চলতো নদীর ধারে। রোদের তাপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটা ছায়া-ঘেরা জায়গা বেছে নিতেন আত্তিলিও। তারপর সেখানে বসে উপভোগ করতেন ওয়াকাপাগা জাতির নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। ঢালের উপর বর্শাদণ্ডের আঘাতে বাজনা বাজিয়ে গান গাইতো যুবকের দল, নাচতে নাচতে নদীর জলে নামতো কয়েকটি কুমারী মেয়ে, গায়ের জামা আর মাথার টুপি খুলে ভাসিয়ে দিত জলে—পরক্ষণেই নদীর বুক ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠে আসতো সেইখানে, যেখানে বসে আছে নগুরা-গুরা। মুহূর্তের মধ্যে কাছাকাছি দুটি মেয়ের হাত চেপে ধরতো নগুরা-গুরা, তারপর চারদিকে দণ্ডায়মান জনতার ব্যূহভেদ করে ছুটতো মেয়ে দুটির হাত ধরে। সমবেত জনতাও চিৎকার করতে করতে ছুটতো তাদের পিছনে।

কোলাহল থেমে যেত ধীরে ধীরে। পরিশ্রান্ত লোকগুলো কুটিরে প্রবেশ করতো আহারাদি সাঙ্গ করে বিশ্রাম নেবার জন্য।

বহুদিন আফ্রিকাতে কাটিয়ে কয়েকটি বিষয়ে আত্তিলিও খুব সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ মানুষই নিগ্রোদের যাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে 'বুজরুকি' বলে উড়িয়ে দেয়—কিন্তু আত্তিলিও জানতেন এই অনুষ্ঠানগুলো মোটেই বুজরুকি নয়, ঐসব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনস্তত্ত্বের জটিল বিজ্ঞান।

যাদুকররা মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে, বিশেষতঃ তার নিজের জাতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে, দস্তুরমতো ওয়াকিবহাল। তারা খুব ভালভাবেই জানে মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ নদীর ধারে নাচগান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যাপার-গুলোকে ধরা যাক—

রোজ সকালে তুমুল কোলাহল তুলে একই দৃশ্যের বারবার অভিনয় করার ফলে স্থানীয় মানুষের মনে দুর্ঘটনার স্মৃতি খুব দাগ কেটে দেবে, তারা ভবিষ্যতে অসাবধান হবে না, সুতরাং দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।

নদীর ধারে চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে কুমীরের দল হবে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত, সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা মানুষকে আক্রমণ করবে। অর্থাৎ নাগুরা-গুরাকে যাতে চফু-মায়া এগিয়ে এসে আক্রমণ করে সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে। প্রতিদিন মেয়েদের গায়ের জামা আর মাথার টুপি ভেসে যাচ্ছে চফু-মায়ার আস্তানার দিকে, ঐ সব জিনিসগুলো থেকে ক্রমাগত প্রিয় খাদ্যের গন্ধ পেতে পেতে নর মাংসের লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ওয়াকাপাগাদের নরখাদক দেবতা—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নগুরা-গুরার দিকে চফু-মায়াকে আকৃষ্ট করার এটাও এক অভিনব কৌশল! রণক্ষেত্র সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে চফু-মায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাটিকেও প্রস্তুত করা হচ্ছিল ধীরে ধীরে—কুটিরের মধ্যে প্রতিদিন সঙ্গোপনে মাতুংগো যে কি মন্ত্র দিতো নগুরা-গুরার কানে সেকথা জানা সম্ভব নয় আত্তিলিওর পক্ষে, কিন্তু ছোটখাট মানুষটির মধ্যে মাতুংগোর প্রভাব যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিপুণ কর্মকার যেমন ভোঁতা লোহাকে শান দিতে দিতে ধারালো অস্ত্রে পরিণত করে, ঠিক তেমনিভাবেই যাদুকর মাতুংগোরা হাতে শান খেতে খেতে ঝরে পড়ছিল নগুরা-গুরার আলস্য-অবসাদ আর আতঙ্কের অনুভূতি—তুচ্ছ মানবের ক্ষুদ্র দেহের অন্তস্থল ভেদ করে জন্মগ্রহণ করছিল এক প্রতিহিংসাপরায়ণ দৈত্য!

নগুরা-গুরার মুখের দিকে তাকিয়ে আত্তিলিও বুঝতে পারতেন সে বদলে যাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি, চোয়ালের কাঠিন্য আর দৃঢ়

পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায় নগুরা-গুরার ভিতর জেগে উঠেছে অদম্য আত্মবিশ্বাস—নরখাদক অতিকায় কুম্ভীরের সঙ্গে দ্বৈরথ রণে অবতীর্ণ হতে সে একটুও ভীত নয়! এমন কি আত্তিলিও সাহেবেরও একসময় মনে হল একটা কুমীরকে হাতাহাতি লড়াইতে মেরে ফেলা এমন কি কঠিন কাজ?

দুর্ভেদ্য বর্মের মতো কঠিন চর্মে আবৃত ৩৫ ফিট লম্বা ধূর্ত ও হিংস্র নরভুকের বিরুদ্ধে ছুরিকা-সম্বল একটি মানুষের জয়লাভ করার সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল আত্তিলিওর কাছে—এও কি মন্ত্রের প্রভাব? না, মনস্তত্ত্বের মহিমা?··

চতুর্থ পরিচ্ছেদ * দ্বৈরথ

সোম, মঙ্গল, বুধ—

তিনদিন হল নাচগান প্রভৃতি সব অনুষ্ঠান বন্ধ। নদীতট নির্জন। মেয়েরাও নদী থেকে জল আনতে যায় না। যাদুকর মাতুংগোর নির্দেশ —কেউ যেন নদীর ধারে না আসে ; আবার নতুন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বজায় রাখতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে পা টিপে টিপে সন্তর্পণে কাপালালো প্রবেশ করল আত্তিলিওর তাঁবুতে, তারপর তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কাপালালোর কথামতো তাকে অনুসরণ করলেন আত্তিলিও। কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার। এমনকি ছাগদেরও দেখা যাচ্ছে না। ফিস ফিস করে কাপালালো জানাল, যতক্ষণ পর্যন্ত মাতুংগো আদেশ না দিচ্ছে ততক্ষণ একটি প্রাণীও কুটিরের বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে না। মাতুংগো জানিয়েছে বাওয়ানার রাইফেলের শব্দই হচ্ছে গ্রামবাসীদের বেরিয়ে আসার সংকেত। লোকজনের উপস্থিতি বা কথাবার্তার শব্দে যাদুবিদ্যা প্রয়োগের ব্যাঘাত হতে পারে বলেই নাকি এই ব্যবস্থা। সমগ্র এলাকার মধ্যে শুধু একটা ছাগকণ্ঠের 'ব্যা-ব্যা' ধ্বনি ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। ছাগলের গলার আওয়াজটা ভেসে আসছিল কুয়াশায় ঢাকা নদীতট থেকে।

নদীর ধারে পৌঁছে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ছাগশিশুটিকে দেখতে পেলেন আত্তিলিও। নিতান্তই কচি বাচ্চা কুমিরের প্রিয় খাদ্য।

কথা না বলে প্রায় তিরিশ ফিট দূরে অবস্থিত আর একটা গাছের

দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল কাপালালো। গাছটা খুব শক্ত, কিন্তু নমনীয়। ওয়াকাপাগারা ঐ জাতের গাছ থেকেই তাদের ধনুক তৈরী করে। আস্তিলিও দেখলেন নির্দিষ্ট গাছটির ডগার দিকে একটা দড়ি বাঁধা আছে। দড়ির পাক খুব আল্‌গা অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে ছাগশিশুর কাছাকাছি গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

ঘন সন্নিবিষ্ট একটা ঝোপের কাছে আস্তিলিওকে টেনে নিয়ে গেল কাপালালো। তারপর তাঁর পাশেই সে গুঁড়ি মেরে বসল। সঙ্গে সঙ্গে একটু দূরে আর একটা ঝোপের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করল আরও দুটি মনুষ্য-মূর্তি।

একজন হচ্ছে নগুরা-গুরা। তার ডান হাতের পুরো বাহু থেকে কব্‌জি পর্যন্ত জড়িয়ে অবস্থান করছে গাছের ছালের পুরু আবরণ বা 'ব্যান্দেজ'।

অপর লোকটি মাতুংগো। তার হাতে একটা অদ্ভুত অস্ত্র। সে যখন নীচু হয়ে মাটি থেকে দড়ির ঝুলে-পড়া অংশটা তুলে হাতের অস্ত্রটার মাঝামাঝি জায়গায় জড়িয়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই বস্তুটির স্বরূপ নির্ণয় করতে পারলেন আস্তিলিও।

জিনিসটা হচ্ছে দোফলা ছুরি, দুটো ধারালো ফলার মাঝখানে বসানো আছে শক্ত কাঠের বাঁট। কাঠের বাঁটের মাঝখানে শক্ত করে দড়িটা বেঁধে মাতুংগো হঠাৎ নগুরা-গুরার কাঁধ চেপে ধরল। জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে দড়ি বাঁধা দোফলা ছুরিটা তুলে দিল নগুরা-গুরার হাতে। একবার তীব্র দৃষ্টিতে নগুরা-গুরার চোখের দিকে তাকাল মাতুংগো—আবার ঝাঁকুনি! খুব জোরে মাথা নাড়ল নগুরা-গুরা, তারপর ঘুরে গিয়ে ছাগশিশুর নিকটবর্তি গাছটার পিছনে বসে পড়ল। আস্তিলিওর মনে হল যাদুকর মাতুংগোর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি ধাক্কা মেরে নগুরা-গুরার দেহটাকে যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

এতক্ষণে সমস্ত পরিকল্পনাটা আত্তিলিওর কাছে পরিষ্কার হল। নগুরা-গুরার সর্বাঙ্গে যে তৈলাক্ত বস্তুটি মাখানো আছে, সেই পদার্থটির গন্ধ মানুষের গায়ের গন্ধ ঢেকে রাখবে—ছাগশিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এলেও চক্ষু-মায়া তার ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে মানুষের উপস্থিতি বুঝে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পাবে না।

তারপর কি ঘটবে সহজেই অনুমান করা যায়। আচম্বিতে একটা মানুষকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলেই কুমীর তেড়ে যাবে, মুহূর্তের জন্য খুলে যাবে দুই চোয়ালের প্রকাণ্ড হাঁ, পরক্ষণেই শত্রুকে মুখ-গহ্বরে বন্দী করার চেষ্টায় সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবে দন্তসজ্জিত দুই চোয়ালের মরণ-ফাঁদ।

সেই হাঁ-করা মুখের সুযোগ নেবে নগুরা-গুরা—পলকের মধ্যে কুমীরের মুখ-গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে এমন কায়দায় সে ছুরিটা ধরবে যে, কুমীরের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দংশনের চাপে ছুরির দুটো ফলাই সরীসৃপের মুখের ভিতর নরম মাংস ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বসে যাবে ; কিন্তু দুটো ধারালো ফলার মাঝখানে অবস্থিত শক্ত কাঠের টুকরোটার জন্য কুমীর মুখের হাঁ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারবে না, এবং সেই একটুখানি ফাঁকের ভিতর থেকেই চট করে হাত টেনে নিয়ে নিরাপদ ব্যবধানে সরে যাবে নগুরা-গুরা।

'অসম্ভব', আত্তিলিও ভাবলেন, 'এ হচ্ছে উন্মাদের চিন্তা। এটুকু কাঠের টুকরো কখনই কুমীরের প্রচণ্ড দুই চোয়ালের চাপ উপেক্ষা করে টিকে থাকতে পারবে না। নগুরা-গুরার ডান হাত ধরা পড়বে কুমীরের মুখের মধ্যে ; জন্তুটা যদি তাকে জলের ভিতর না নিয়ে যায় তাহলেও লোকটার বাঁচার আশা নেই—কারণ কামড়ের চাপে তার হাতখানা নিশ্চয়ই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ক্ষতস্থানে গ্যাংগ্রিন-এর যে পচনক্রিয়া শুরু হবে তাতেই লোকটির মৃত্যু অবধারিত।

নগুরা-গুরার অবস্থা বুঝে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন আত্তিলিও। উদ্ভিদের বন্ধন জাল থেকে রাইফেলটাকে তিনি মুক্ত করে নিলেন, তারপর যথাসম্ভব নিঃশব্দে 'সেফটি-ক্যাচ' সরিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের 'সাইট' কুড়ি গজের মধ্যে নির্দিষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন।

হঠাৎ রাইফেলের উপর এসে পড়ল একটা হাত।

আত্তিলিও চমকে উঠলেন—হাতের অধিকারী যাদুকর মাতুংগো! যাদুকরের দুই চোখের গভীর দৃষ্টি আত্তিলিওকে তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিল—তিনি বলেছিলেন কোন কারণেই মানুষ ও সরীসৃপের দ্বন্দ্বযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবেন না।

মাতুংগোর ঠোঁট নড়ে উঠল, কোন শব্দ হল না, কিন্তু ওষ্ঠাধরের কম্পন দেখে তার বক্তব্য বুঝতে পারলেন আত্তিলিও—

"চক্ষু-মায়া আসছে। তুমি একটুও নড়বে না।"

ছাগশিশুর কান্না তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। চুপ করে অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার জন্য আত্তিলিওর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। মনে হচ্ছে কিছুই ঘটবে না। কুয়াশা সরে যাচ্ছে। আত্তিলিও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন—ঘড়ির কাঁটা বলছে এখানে আসার পর কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ মাতুংগোর কনুই-এর চাপ পাঁজরের উপর অনুভব করলেন আত্তিলিও। দুই চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক চালিত করলেন তিনি, কিছুই নজরে পড়ল না। কোন অস্বাভাবিক শব্দও তাঁর কানে এল না। নগুরা-গুরা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো, তার পিঠের মাংসপেশীতে এতটুকু কম্পনের সাড়া নেই। একইভাবে কাঁদছে ছাগলের বাচ্চা। আত্তিলিওর চোখে-কানে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ধরা পড়ল না।

হঠাৎ আত্তিলিও সাহেবের পাঁজরের উপর থেকে কনুই-এর চাপ সরে গেল। মাতুংগো কি করে ভয়ঙ্করের আগমন-বার্তা পেয়েছিল

বলা যায় না, কিন্তু নদীর জলে একটা হলদে-সবুজ বস্তুর চলমান অস্তিত্ব এইবার আত্তিলিওর চোখে পড়ল। ছাগ শিশুর ভয়ার্ত দৃষ্টি এখন নদীর দিকে, আর্তস্বর তীব্র থেকে তীব্রতর।

ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে নদীর জলে স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রকাণ্ড মাথা! আত্তিলিওর মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখছেন—এমন প্রকাণ্ড কুৎসিত মস্তকের অস্তিত্ব বাস্তবে কল্পনা করা যায় না। জল ছেড়ে উঠে এল ওয়াকাপাগাদের নরখাদক দেবতা—অতিকায় কুম্ভীর চক্কু-মায়া!

দড়িতে বাঁধা ছাগল-বাচ্চার কয়েক ফুট দূরে এসে থমকে দাঁড়াল কুমীর। আত্তিলিও বুঝলেন এইবার সে শিকারকে কামড়ে ধরবে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মাতুংগো। চিৎকারটা বোধহয় যুদ্ধের সংকেত—মুহূর্তের মধ্যে গাছের আড়াল থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল নগুরা-গুরা, ছাগশিশুর মাথার উপর দিয়ে মেলে দিল প্রসারিত দক্ষিণ-হস্ত।

বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এসে শত্রুকে আক্রমণ করল চক্কু-মায়া। সশব্দে খুলে গেল দুই ভয়ঙ্কর চোয়াল। একটা তুচ্ছ মানুষের দুর্বল হাত লক্ষ্য করে এগিয়ে এল চক্কু-মায়ার দন্ত-কণ্টকিত করাল মুখ-গহ্বর। পরক্ষণেই আবার ভীষণ শব্দে চোয়াল দুটি বন্ধ হয়ে গেল—কুমীর বুঝি বজ্রকঠিন দংশনে চেপে ধরেছে শত্রুর হাত!

আত্তিলিও চমকে উঠলেন···নাঃ! নগুরা-গুরা সরে এসেছে! তার ডান হাত এখনও অক্ষত অবস্থায় দেহের সঙ্গে সংলগ্ন, কিন্তু যে অস্ত্রটা একটু আগেও তার ডান হাতের মুঠির মধ্যে ছিল সেই দোফলা ছুরিটাকে আর যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে না!

চক্কু-মায়া পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল—পরক্ষণেই এক প্রকাণ্ড ডিগবাজি খেয়ে শূন্য পথে প্রায় পনের ফিট উচ্চতা অতিক্রম করে তার বিশাল দেহ এসে পড়ল নদীগর্ভে! ফোয়ারার মতো ছিটকে উঠল জল, চক্কু-মায়া হল অদৃশ্য!

তারপর নদীর জল তোলপাড় করে জাগল ঢেউ-এর পর ঢেউ!

থর থর করে কাঁপতে লাগল গাছে বাঁধা দড়ি। জলের তলায় আত্ম-গোপন করে চক্ষু-মায়া প্রাণপণে ছুরি আর দড়ির মারাত্মক আলিঙ্গন থেকে মুখগহ্বরকে মুক্ত করতে চাইছে!...

আত্তিলিও বুঝলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পালা শেষ; জয়ী হয়েছে নগুরা গুরা। সঠিক সময়-জ্ঞান, ক্ষিপ্রতা এবং সংযত স্নায়ুর সাহায্যে ঐ মানুষটি অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলেছে।

কিন্তু চরম মুহূর্তে অসীম সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিলেও বিপদ কেটে যেতেই নগুরা-গুরার অবস্থা হয়েছে নির্জীব জড় পদার্থের মতো। নদীর বুক থেকে ছিটকে এসে জলের ধারা তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিচ্ছে তবু তার খেয়াল নেই। চোখ পাকিয়ে সে তাকিয়ে আছে আলোড়িত জলরাশির দিকে; মনে হচ্ছে এত বড় জীবটাকে সে যে স্বহস্তে মর্মঘাতী আঘাতে পর্যুদস্ত করছে, ঘটনার এই সত্যতা তার নিজের কাছেই এখন অবিশ্বাস্য!

মাতুংগো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল নগুরা-গুরার কাঁধের উপর। আত্তিলিও জানতেন তাঁর অনুচর কাপালালো ঐ অঞ্চলের এক সাহসী শিকারী—কিন্তু তিনি দেখলেন ঘটনার ভীষণতা তাকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে! সম্মোহিত মানুষের মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাপালালো!...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ * আত্তিলিওর বিপদ

নদীর বুক থেকে প্রবল বেগে উঠে আসছে উচ্ছ্বসিত জলধারা, সবেগে দুলছে বৃক্ষে আবদ্ধ লম্বমান রজ্জু—চফু-মায়ার বিশাল দেহ জলের তলায় অদৃশ্য থাকলেও তার মৃত্যুকালীন আক্ষেপ নদীতটে দণ্ডায়মান দর্শকের কাছে অতিশয় স্পষ্ট।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও চফু-মায়া ছুরির মারাত্মক দংশন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। দোফলা ছুরির ফলা দুটো এমন গভীরভাবে মুখের ভিতর বিঁধে আটকে আছে যে, বেচারা কুমীর না পারছে মুখ বন্ধ করতে, না পারছে মুখ খুলতে! সে প্রাণপণে টানাটানি করছে, সঙ্গে সঙ্গে ছুরির মাঝখানে বাঁটে বাঁধা দড়িতে পড়ছে টান—টানাটানির ফলে যন্ত্রণা বাড়ছে; জন্তুটার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘাসে পাকানো দড়িটা ভীষণ শক্ত। সেটা ছিঁড়ে ফেলা চফু-মায়ার মতো শক্তিশালী জীবের পক্ষেও সম্ভব নয়। ছুরির সঙ্গে আবদ্ধ দড়িটাকে যে গাছের ডালে বাঁধা হয়েছে, সেই ডালটা যদি টানাটানিতে ভেঙ্গে পড়ে তাহলে যন্ত্রণা থেকে রেহাই না পেলেও কুমীর অন্ততঃ সীমাবদ্ধ গণ্ডির বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে—কিন্তু তা হওয়ার নয়। আগেই বলেছি ঐ জাতের গাছ যেমন নমনীয় তেমনই কঠিন। গাছটি যে চফু-মায়ার টানা-টানি অগ্রাহ্য করে তার অখণ্ডতা বজায় রাখতে সমর্থ সে কথা জেনেই পূর্বোক্ত বৃক্ষশাখায় দড়ি বেঁধে নরখাদকের মৃত্যু-ফাঁদ সাজিয়েছে যাদুকর মাতুংগো।

চফু-মায়া সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা পোষণ করলেও তার যন্ত্রনা দেখে ব্যথিত হলেন আত্তিলিও। তিনি স্থির করলেন জলের উপর আহত কুমীরটা একবার মাথা তুললেই তিনি গুলি চালিয়ে তাকে অসহ্য যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করে দেবেন।

আচম্বিতে নদীর বুক থেকে ছিটকে এল রক্তাক্ত জলের ধারা আন্তিলিওর দিকে, সচমকে এক লাফ মেরে সরে গেলেন তিনি। ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত জলের ধারাটা নদীতটে নিঃশেষ হয়ে যেতেই আবার এগিয়ে গেলেন আন্তিলিও। কিন্তু রাইফেল তুলে ধরার আগেই তাঁর চোখে পড়ল নদীর জলে ভেসে উঠেছে অনেক-গুলো কাঠের গুঁড়ি! সেই জীবন্ত ও চলন্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলোর স্বরূপ-নির্ণয় করতে আন্তিলিওর ভুল হল না—আহত চফু-মায়ার দিকে ধেয়ে আসছে কুমীরের দল! দীর্ঘকাল ধরে নদী ও জলের বুকে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে যে শয়তান, ছিনিয়ে নিয়েছে জাতভাইদের মুখের গ্রাস বারংবার—সে আজ অসহায় বুঝে প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে কুমীরের ঝাঁক; চফু-মায়ার মৃত্যুযাতনা তারা উপভোগ করতে চায়, তার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে তারা আজ বসাতে চায় ভোজের আসর!

দ্রুত অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে লাগল হিংস্র সরীসৃপের দল। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো আন্তিলিও তাকিয়ে রইলেন সেই মাংসলোলুপ মিছিলের দিকে। চফু-মায়া তখনও কাবু হয়নি, প্রবল বিক্রমে সে তখনও ছুরি আর দড়ির মারাত্মক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে—হঠাৎ দলের ভিতর থেকে একটা দুঃসাহসী কুমীর এগিয়ে এসে কামড়ে ধরল চফু-মায়ার লেজ!

ঐ ঝটাপটির মধ্যে লক্ষ্যস্থির, করা খুবই কঠিন, তবু আন্তিলিও রাইফেল তুলে নিশানা করতে সচেষ্ট হলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লেজের উপর দন্তাঘাতের যাতনা অনুভব করে চফু-মায়া এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে জল থেকে ছিটকে উঠল শূন্যে!

—"বাওয়ানা!"

আন্তিলিওর কানে এল উদ্বিগ্ন কণ্ঠের আহ্বান। মুহূর্তের জন্য তাঁর পার্শ্বদেশে কি-যেন একটা বস্তুর আঘাত অনুভব করলেন তিনি।

অজ্ঞাতসারে তাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত হল, আঙুলের চাপ পড়ল রাইফেলের ট্রিগারের উপর—সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে অগ্নিউদ্গার করে হাত থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেল রাইফেল। দোদুল্যমান রজ্জু এবার তাঁর পাঁজরের উপর থেকে সরে এসে আঘাত করল পায়ের উপর—পরক্ষণেই ধনুক-ছাড়া তীরের মতো আত্তিলিওর দেহ এসে পড়ল কুমীরসঙ্কুল নদীগর্ভে!

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডুবে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন নদীর তলদেশে। চটচটে কাদার মারাত্মক বন্ধন থেকে নিজেকে কোন রকমে মুক্ত করে আত্তিলিও ভেসে উঠলেন, তারপর তীরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

জল এখন বুক পর্যন্ত। কিন্তু আত্তিলিও আর অগ্রসর হওয়ার সাহস পেলেন না। তাঁর চারদিকে ঘুরছে কুমীরের দল, এখন পর্যন্ত তারা যে আত্তিলিওকে আক্রমণ করেনি এটাই আশ্চর্য। আত্তিলিওর মনে হল দারুণ আতঙ্কে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। 'সেটা বরং ভালো,' আত্তিলিও ভাবলেন, 'মৃত্যুর আতঙ্কের চাইতে মৃত্যু অনেক ভালো। এখন ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল'...

জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিলেন আত্তিলিও, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল নগুরা-গুরার কথা। আফ্রিকার এক আদিম মানুষ যদি ভয়কে জয় করে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পারে, তবে মহাযুদ্ধের সৈনিক হয়ে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গত্তি কি ক্লীবের মতো মৃত্যুর মুখে আত্মসমর্পণ করবেন। কখনই নয়—

আত্তিলিও আবার অগ্রসর হলেন তীরভূমির দিকে। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একটা পাথরের উপর তাঁর পা পড়ল। জল এখন কাঁধের নীচে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আত্তিলিও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন কেন কুমীরগুলো তাঁকে

আক্রমণ করেনি। চক্ষু-মায়া এখনও লড়াই করছে। দোফলা ছুরির নিষ্ঠুর দংশন চক্ষু-মায়ার শক্তিশালী চোয়াল দুটিকে অকেজো করে দিয়েছে বটে, কিন্তু কাঁটা-বসানো লেজের চাবুক হাঁকড়ে সে আক্রমণকারী শত্রুকুলকে বাধা দিচ্ছে বিপুল বিক্রমে। কুমীর দল এখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত, তুচ্ছ একটা মানুষকে নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছে না—আগে চক্ষু-মায়া, তারপর···

"ষ্টেডি, বাওয়ানা," মাথার উপর থেকে ভেসে এল কাপালালোর কণ্ঠস্বর, "ষ্টেডি।"

সচমকে মুখ তুলে আত্তিলিও দেখলেন তাঁর মাথার উপর একটা গাছের ডালে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে কাপালালো—ডালটাকে নীচু করে আত্তিলিওর নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। তার পিছনে ঘন পাতার আড়ালে বসে রয়েছে আরও দুটি মানুষ। তাদের মধ্যে একজন শক্ত মুঠিতে কাপালালোর দুই পায়ের গোড়ালি ধরে রেখেছে এবং তার পশ্চাৎ-বর্তীর হাতের মুঠিতে রয়েছে পূর্ববর্তী মানুষটির পা। আত্তিলিওর সঙ্গে সেই জীবন্ত শিকলের প্রথম সংযোগ-স্থল হচ্ছে কাপালালো। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তিনটি মানুষের আলিঙ্গনে-আবদ্ধ জীবন্ত শৃঙ্খল, আরও ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল বৃক্ষশাখা জলের দিকে···

এইবার কাপালালো বলল, "যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে গাছের ডালটা ধরো বাওয়ানা। তারপর অপেক্ষা করো।"

শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে আত্তিলিও লাফালেন। ডালটা ধরে ফেললেন তিনি। ডাল ধরলেও শরীরটাকে উপরে তোলা সম্ভব হল না, তাঁর অবশ দেহ ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। কিন্তু হাতের আঙুলগুলো লোহার সাঁড়াশীর মতো আঁকড়ে ধরল ডালটাকে। আত্তিলিওর দেহের ওজন সেই আঙুলের বাঁধনকে সিথিল করতে পারল না।

—"রেডি!"

কাঁধের সন্ধিস্থলে একটা তীব্র যাতনা অনুভব করলেন আণ্ডিলিও। পরক্ষণেই কুমীরসঙ্কুল নদীগর্ভ থেকে তাঁর দেহটা প্রবল আকর্ষণে শূন্যে উঠে এল। কাপালালো আর তার দুই সঙ্গী তাঁকে কি করে উদ্ধার করেছিল এবং জলের উপর দোদুল্যমান সেই বৃক্ষশাখায় ভারসাম্য বজায় রেখে কোন্ প্রক্রিয়ায় আত্তিলিওর অচেতন শরীরটাকে তারা শক্ত মাটির নিরাপদ আশ্রয়ে নামিয়ে এনেছিল সেই রহস্য আত্তিলিওর কাছে আজও অজ্ঞাত—কারণ, নিগ্রোরা যখন তাঁর উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত, তিনি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ * সব ভালো যার শেষ ভালো

"এটা নাইনির গয়না, হাতীর দাঁতের তৈরী", একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন আণ্ডিলিও, "আর এই তামার 'ব্রেসলেট' হল নাইনির সম্পত্তি। ঐ 'ক্রস' হচ্ছে পাদ্রী সাহেবের জিনিস।"

আচ্ছন্নের মতো শুয়ে শুয়ে কথাগুলো শুনতে পেলেন আত্তিলিও। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? স্বপ্ন কি কথা কয়? অতি কষ্টে চোখের পাতা মেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলেন তিনি। একটা চোখ খুলল। আরেকটা খুলল না, কারণ সেই চোখটার উপর লাগানো ছিল 'ব্যাণ্ডেজ' গোছের একটা আবরণ। যে কণ্ঠস্বর মগ্ন চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করে আত্তিলিওর চেতনা ফিরিয়ে এনেছিল, সেই কণ্ঠস্বরের মালিককে সন্ধার আলো-আঁধারির মধ্যেও চিনতে পারলেন আত্তিলিও—মাতুংগো!

কাপালালোকেও সেখানে দেখতে পেলেন আণ্ডিলিও। তাঁর তাঁবুর মধ্যে তাঁরই বিছানার কাছে মাটির উপর দুজনে বসেছিল। একটা ক্যানভাসের উপর পড়েছিল কয়েকটা জলে-ভেজা জিনিস। মেয়েদের দুটি অলঙ্কার। একটা ক্রস। একটা পুরানো ধরণের ক্যামেরার লেনস্। একটা মস্ত সোনার ঘড়ি এবং ঘড়ির সঙ্গে আঠকানো একটা ভারি সোনার চেন ইত্যাদি···

"বাওয়ানা এইবার আমাদের কথা বিশ্বাস করবে।" মাতুংগো বলল, "সে যখন দেখবে নগুরা-গুরা চফু-মায়ার পেটের ভিতর থেকে এই জিনিসগুলো উদ্ধার করেছে তখন আর আমাদের কথা সে অবিশ্বাস করতে পারবে না।"

"সে এই জিনিসগুলিকেও স্বচক্ষে দেখবে।" কাপালালো বলে

উঠল এবং তার হাত থেকে বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি দ্রব্য এসে পড়ল মাটিতে রাখা ক্যানভাসের উপর। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা জিনিস হাতীর দাঁতে তৈরী, কতকগুলো আবার ধাতব বস্তু। ঐ জিনিসগুলো পাওয়া গেছে চফু-মায়ার পেটের ভিতর থেকে—নরভুক কুমীরের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ। বছরের পর বছর ধরে ঐ জিনিসগুলো জমেছে ওয়াকাপাগাদের নরখাদক দেবতার উদর-গহ্বরে।

"কিন্তু"—আন্তিলিও জানতে চাইলেন, "কুমীরগুলো কি চফু-মায়াকে খেয়ে ফেলে নি? জিনিসগুলো পাওয়া গেল কি করে?"

কাপালালো আর মাতুংগো চমকে উঠল। তারা বুঝতেই পারে নি কখন আন্তিলিওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। এবার দুজনেই হেসে ফেলল।

"তোমার বন্দুকের আওয়াজ শুনে গ্রামের সব লোক দৌড়ে এসেছিল," কাপালালো বলল, "তারাই তোমাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে। আর দড়ি ধরে টেনে চফু-মায়ার ছিন্নভিন্ন দেহটাকে তারাই তুলে এনেছে ডাঙ্গার উপর। চফু-মায়ার পেটের ভিতর থেকে যে জিনিসগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো এখন নগুরা-গুরার সম্পত্তি। কাল সে জিনিসগুলো গ্রীক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করবে। ওগুলোর বদলে সে পাবে অনেকগুলো ছাগল।"

কিছুদিন আগে মাতুংগো একটা কথা বলেছিল। সেই কথাটা হঠাৎ এখন আন্তিলিওর মনে পড়ল, 'যমজ বোনদের আত্মা ওদের পিতাকে খুশী করবে। ঐ আত্মা দুটির কল্যাণে পিতার ধন-সম্পদ বাড়বে, বৃদ্ধ বয়সে সে সুখী হবে।'

মাতুংগো বেশী কথাবার্তা পছন্দ করে না। কাপালালোকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে।

"এটা পান করো", সযত্নে আত্তিলিওর মাথাটা তুলে ধরে একটা কাঠের পাত্র তাঁর ঠোঁটের কাছে নিয়ে এল মাতুংগো।

কৃতজ্ঞচিত্তে তরল ওষুধটা পান করে ফেললেন আত্তিলিও। পানীয়টা বলকারক এবং মশলার গন্ধে পরিপূর্ণ।

"ঘুমাও," মাতুংগো বলল। আত্তিলিওর মাথাটা সে আবার ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল বালিশের উপর।

"ঘুমাও, বাওয়ানা," কাপালালো বলল, "আর ভয় নেই। সব ভালো যার শেষ ভালো।"

প্রতিহিংসা

প্রথম পরিচ্ছেদ * রহস্যময় অন্তর্ধান

পূর্ব-আফ্রিকার পর্তুগিজ-অধিকৃত উপনিবেশ মোজাম্বিক-এর রাজধানী বায়রার ২,০০০ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী একদিন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সিডনি ব্যাঙ্কে বিল নামে যে হিসাব-রক্ষকটি কাজ করে সে হঠাৎ সেইদিন সকালে তার গৃহে অনুপস্থিত কেন? মাত্র তিনদিন আগে ঐ শহরে যে মানুষটি পদার্পণ করেছেন, সেই আন্তিলিও গত্তি নামক নবাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে বিলের আসন্নপ্রসবা তরুণী বধূ ম্যরিয়ার শহর ত্যাগ করে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অত্যন্ত রহস্যময়। আন্তিলিওর নিজস্ব গাড়ীতে তাঁরই নিগ্রো ড্রাইভারের সঙ্গে ম্যরিয়ার যাত্রা শুরু; সেই সময় যারা মেয়েটিকে দেখেছে তারা চমকে উঠেছে—মেয়েটির মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ, রক্তশূন্য।······

কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গত্তির অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী যাঁরা প্রথম থেকে পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে বিল নামধারী যুবকটি অপরিচিত নয়। কিন্তু 'কায়না' ও 'শয়তানের ফাঁদ' যাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় নি, সেইসব পাঠকের পক্ষেও বর্তমান কহিনীর রসগ্রহণ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না, যখন তাঁরা জানতে পারবেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তিলিও গত্তি নামক মিত্রপক্ষের জনৈকের নেতৃত্বে আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মানুষ, জীবজন্তু ও অরণ্যসম্পদ সম্পর্কে গবেষণা করতে উক্ত মহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন দুটি শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রী—'প্রফেসর', এক ফরাসী চিকিৎসক এবং 'বিল', এক দুঃসাহসী মার্কিন যুবক।

প্রফেসর এই কাহিনীতে অনুপস্থিত, শুধু প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর উল্লেখ। বিলকে কেন্দ্র করে বর্তমান কাহিনীর অবতারণা।

প্রথম পরিচয়ের সময়ে আত্তিলিও সাহেব ঐ যুবকের আফ্রিকা ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। পরবর্তীকালে আত্তিলিও জানতে পেরেছিলেন অগণিত হস্তিযূথের সংখ্যাকে রাইফেলের সাহায্যে যথাসম্ভব কমিয়ে দেবার জন্যই আফ্রিকার অরণ্যে বিলের আবির্ভাব। হাতী শিকারের জন্য তার অস্বাভাবিক আগ্রহের আসল কারণটা যখন গোপন রইল না, তখন মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন আত্তিলিও—কিন্তু সেইসময় বিলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ছিল না, নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশে রক্তাক্ত এক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে অমোঘ ভাগ্যচক্র।

অনেক শিকারীর কাছে হাতী-শিকার নিতান্তই একটা শখ, কিন্তু বিলের ব্যাপারটা তা নয়। সমগ্র হস্তিজাতি সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো বিল। তার বাল্যকালে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী একটি হাতী এবং সেই ঘটনা বিলের মনোরাজ্যে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে—শৈশব থেকে কৈশোর আর কৈশোর থেকে যৌবনের পরিণতি এক শোকার্ত শিশুর চিন্তার জগতে ধীরে ধীরে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়, দুঃখ-বেদনার পরিবর্তে জেগে ওঠে প্রতি-হিংসার রক্তলোলুপ সংকল্প।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমেরিকার 'ডেট্রয়েট' নামক স্থানে। বিল তখন পাঁচ বছরের শিশু। সেইসময় তার বাপ-মা তাকে পূর্বোক্ত স্থানে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সার্কাসের হাতীদের মধ্যে একটি হস্তিনী ছিল শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। লক্ষ্য লক্ষ্য শিশু তাকে দেখার জন্য ভিড় করতো। হস্তিনীর স্বভাব-চরিত্র খুবই শান্ত, বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য খোকা-খুকুর হাত থেকে বাদাম প্রভৃতি লোভনীয় খাদ্যের উপহার গ্রহণ করেছে ঐ জন্তুটি, কোনদিনই তার

আচরণে উগ্রতার আভাস দেখা যায় নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে ক্ষেপে গেল,—তীব্র বৃংহন-শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে সে ছিঁড়ে ফেলল পায়ের শিকল, তারপরই শুরু হল ভয়ংকর কাণ্ড। সার্কাসের দড়ি আর বেড়া ভেঙ্গে-চুরে উড়িয়ে ছুটে চলল ক্রোধোন্মত্ত হস্তিনী, চলার পথে মানুষজন যাকে পেল তাকেই শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে সজোরে ছুঁড়ে ফেলল এদিক-ওদিক, এবং অনেকগুলো মানুষকে হতাহত করার পর সে এসে দাঁড়াল একটা মালবহনকারী শকটের সামনে। অন্ধ ক্রোধে আত্মহারা হস্তিনী তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ীর উপর। তার খর্বাকৃতি গজদন্ত দুটি শকট ভেদ করে গুরুভার বস্তুটিকে অতি সহজেই শূন্যে তুলে ফেলল— পরক্ষণেই শকটসমেত হস্তিনীর প্রকাণ্ড মৃতদেহ ভীষণ শব্দে গড়িয়ে পড়ল মাটির উপর! বোধহয় হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে জন্তুটার মৃত্যু ঘটেছিল। হৈ হৈ! চিৎকার! ধুন্ধুমার!

(হস্তিনীর গজদন্তের কথা শুনে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই— এশিয়ার হাতীদের মধ্যে নারীজাতি উক্ত মহাস্ত্রে বঞ্চিতা হলেও প্রকৃতির কৃপায় আফ্রিকার 'মহিলারা' পুরুষদের মতোই দন্তসজ্জায় সুসজ্জিতা, ভয়ংকরী। বলাই বাহুল্য যে, সার্কাসের হস্তিনী ছিল আফ্রিকার জীব।)

যাই হোক, ঐ গোলমালের মধ্যে বাচ্চা বিলকে তার বাপ-মার কাছ থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে এনেছিল সার্কাসের জনৈক কর্মচারী। একটু পরেই বিল দেখতে পেল মায়ের মৃতদেহ পড়ে আছে মাটির উপর, পাশেই হাঁটু পেতে বসে আছেন বাবা। এক বছর পরেই বিলের বাবা মারা গেলেন। স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যুর শোক তাঁর আয়ুক্ষয় করে দিয়েছিল।

ঐ দুর্ঘটনার তেইশ বছর পরে নিউইয়র্ক শহরে বিল আর আত্তিলিওর সাক্ষাৎকার। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান বিষয়ক অভিযান-কার্যে সাহায্য করার জন্য সঙ্গী হিসাবে বিলকে নির্বাচিত

করেছিলেন আত্তিলিও। তাঁর সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিলের মুখ। প্রথমেই আত্তিলিওর কাছে বিল যে প্রশ্নটি করেছিল তার মর্ম হচ্ছে আফ্রিকাতে হাতী-শিকারের সুযোগ আছে কি না।

"শুধু হাতী কেন", আত্তিলিও উত্তর দিয়েছিলেন, "সিংহ, লেপার্ড, বন্য মহিষ, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি সব জানোয়ারই ওখানে বাস করে। চেষ্টা করলে গণ্ডার শিকারের সুযোগও হয়ে যেতে পারে।"

"কিন্তু", বিল জোর দিয়ে বলেছিলেন, "আমি হাতী মারতে চাই। জঙ্গলের পথে ঘোরাঘুরি করার কায়দা-কানুন শিখে গেলে আমি কি দু'একটা হাতী শিকার করতে পারব না?"

আত্তিলিও জানালেন হাতী মারতে গেলে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। বিনা অনুমতিতে আফ্রিকায় কোথাও হাতী মারতে দেওয়া হয় না, হাতী শিকারের জন্য অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা দরকার। বিভিন্ন উপনিবেশের আইন অনুযায়ী অনুমতিপত্রের জন্য যে মূল্য ধার্য করা হয়, সেটা হচ্ছে বিশ থেকে পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে। বে-আইনীভাবে হাতীশিকার করলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন কর্তৃপক্ষ।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে বিল জানিয়ে দিল আইন ভঙ্গ করে হাতীশিকারে তার আগ্রহ নেই। "টাকাটা কোন প্রশ্ন নয়, হাতী-শিকারের অনুমতি পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে আমি কুণ্ঠিত নই। বিলের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার আভাস, "কিন্তু হাতী মারতে হলে কি খুব বেশী অভিজ্ঞতার দরকার? আর আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি সেখানে কি হাতী আছে?"

আফ্রিকার যে অঞ্চলে অভিযাত্রীরা প্রথমে পদার্পণ করেছিলেন, সেই জায়গাটা হচ্ছে গজরাজ্যের প্রিয় বাসস্থান—রোডেশিয়া। শিকারের অভিজ্ঞতার জন্য বিলকে তালিম দেবার দরকার হয় নি,

কারণ মাছকে কখনও সাঁতার কাটার তালিম নিতে হয় না—দক্ষ শিকারীর অভিজ্ঞতা আর আর অনুভূতি নিয়ে জন্মেছিল বিল, শিকার তার রক্তে রক্তে। দূরদর্শিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিকারীসুলভ সব গুণই তার ছিল, সেই সঙ্গে ছিল তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি এবং অতি-বলিষ্ঠ একজোড়া পা—দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বনচারী নিগ্রোরাও যখন শ্রান্ত, তখনও দৃঢ় পদক্ষেপে পথ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে বিলের আপত্তি নেই। উৎসাহ আর উদ্দীপনায় টগবগ করলেও বিপদের সময়ে বিল সম্পূর্ণ শান্ত, সংযত, নির্বিকার।

কয়েক মাসের মধ্যেই আফ্রিকাবাসী বিভিন্ন হিংস্র পশুর সম্মুখীন হল বিল। জন্তুগুলোকে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে তার একটুও অসুবিধা হয় নি। অনভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা অসম্ভব, সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মরণ-ফাঁদ থেকে অনায়াসে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে এসেছে বিল,—একবার নয়, বহুবার।

ঐসব দুঃসাহসিক 'অ্যাডভেঞ্চারে' লিপ্ত হয়ে বিল তার কর্তব্যে কখনও গাফিলতি করে নি। ভোর হওয়ার আগেই সে বেরিয়ে যেতো, ফিরে আসতো প্রাতরাশের সময়ে। কখনও কখনও অভিযাত্রীদের কর্মবিরতির পরে সে জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়তো নূতন অভিজ্ঞতার সন্ধানে! কঠিন পরিশ্রমের পর আক্তিলিওর দলবল যখন বিশ্রাম নিতে ব্যগ্র, বিলের উৎসাহ-বহ্নি তখনও প্রদীপ্ত। —বিশ্রাম শয্যা ছেড়ে সে এগিয়ে চলেছে শিকারের খোঁজে, সঙ্গে রয়েছে আক্তিলিওর নিগ্রো পথ প্রদর্শক ও বন্দুকবাহক মাতোনি!

শিকারের সন্ধানকার্যে মাতোনির দক্ষতা ছিল অসাধারণ, পথ-প্রদর্শক হিসাবেও তার তুলনা হয় না। কিন্তু প্রথম বছরের শেষ দিকে সে আক্তিলিওকে চুপি চুপি জানিয়ে দিল হাতীদের সঙ্গে 'লম্বা মাসাংগার' (মাতোনির ভাষায় বিলের নামকরণ!) দেখা হওয়াটা

প্রেতাত্মাদের অভিপ্রেত নয়—অতএব যতই চেষ্টা করা যাক লম্বা মাসাংগা কখনও হাতীর দেখা পাবে না।

ব্যাপারটা সত্যি বড়ই অদ্ভুত। মাতোনির সঙ্গে যথাস্থানে গিয়ে হস্তিযূথের সাক্ষাৎ পেয়েই তাড়াতাড়ি হাতীশিকারের 'পারমিট' বা অনুমতিপত্রের জন্য সচেষ্ট হয়েছে বিল এবং অনুমতিপত্র নিয়ে পূর্বোক্তস্থানে উপস্থিত হয়ে দর্শন করেছে আফ্রিকার নিসর্গ-শোভা—হাতীরা সেখানে অনুপস্থিত! কয়েকদিন আগেও যেখানে দলে দলে হাতী বিচরণ করেছে, সেখানে আজ একটি হাতীরও পাত্তা নেই! সব ভোঁ ভাঁ!

কিছুদিন পরেই অভিযানের কাজে অভিযাত্রীরা গেছেন আর এক অঞ্চলে। আগেকার অনুমতিপত্র এখানে অচল, কারণ এখানে রাজত্ব করছে আর এক সরকার। সেখানেও হাতীদের দেখা পেল বিল, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাচরিত্র আর অর্থব্যয় করে আরও একটি 'পারমিট' জোগাড় করল সে, কিন্তু তারপরই আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! বিলও হাতীশিকারের অনুমতি পেয়েছে আর হাতীর দলও হাওয়া হয়ে গেছে সেই তল্লাট ছেড়ে! আশ্চর্য কাণ্ড!

অভিযাত্রীরা যখন মাম্বোয়া জাতির আস্তানায় 'কায়না' বা মৃত্যু গহ্বরের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই সময়ে বিলের কাছে জমেছে সাত-সাতটি হাতীশিকারের অনুমতিপত্র—কিন্তু অযথা অর্থব্যয় ছাড়া কোনই লাভ হয় নি, একটিও হাতী মারতে পারে নি বিল।

কায়না অভিযানে সাফল্যলাভ করে মাম্বোয়াদের নিয়েই বিল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মাম্বোয়াদের দেশে প্রায় সবরকম শিকারই সুলভ, কিন্তু হাতীরা ওখানে বাস করে না। তাছাড়া হাতী শিকারের পক্ষে যে মানুষটির সাহায্য অপরিহার্য, সেই মাতোনিকে আগেই মোজাম্বিক সীমান্তে দক্ষিণ রোডেশিয়াতে তার নিজস্ব গ্রামে পৌঁছে দিয়ে অভিযাত্রীরা এসেছিলেন উত্তর রোডেশিয়ার মম্বোয়া রাজ্যে—

অতএব হাতীর পিছনে তাড়া করার সুযোগ পেল না বিল। সকলে ভাবল বিল বোধহয় হাতীর কথা ভুলে গেছে।

কায়না অভিযানে সাফল্যলাভ করে মাঙ্কোয়াদের দেশ ছেড়ে অভিযাত্রীরা এলেন জুলুল্যাণ্ডে। আস্তিলিওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেখানকার পরিস্থিতি বেশ ভালো—প্রথমতঃ কয়েকশ' মাইলের মধ্যে হাতীর বসবাস নেই, দ্বিতীয়তঃ নরখাদক সিংহদের নিয়ে সকলে এমন ব্যতিব্যস্ত যে অন্য বিষয়ে মাথা ঘামানো অসম্ভব। ইনিয়াতি পর্বতমালার মধ্যে জুলুদের দেশে কয়েকমাস কাটিয়ে দিলেন সবাই। এর মধ্যে একবারও বিলের মুখে 'হাতী' শব্দটি শোনা গেল না। অবশেষে সর্দার জিপোসোর আদেশে অভিযাত্রীরা একদিন জুলুল্যাণ্ড ছাড়তে বাধ্য হলেন—প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে যে মুহূর্তে তাঁরা জুলুল্যাণ্ডের বাইরের পথটার উপর এসে পড়লেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই বিলের মুখে পরিচিত শব্দটি আবার শুনতে পেলেন সকলে—'হাতী'! বিল দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল অভিযাত্রীরা যা খুশী করতে পারেন, যেখানে খুশী যেতে পারেন—কিন্তু সে এখন হাতীর সন্ধানে যাত্রা করতে বদ্ধ পরিকর, অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে সে মোটেই রাজী নয়। বিল আরও জানাল বায়রা থেকে লণ্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার ভাড়ার টাকা রেখে বাকি সব টাকা প্রয়োজন হলে খরচ করতে তার আপত্তি নেই—একেবারে কপর্দকশূন্য হওয়ার আগে সে হাতীশিকারের আশা ছাড়বে না।

বিলের আগ্রহ আর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আস্তিলিও আবার মাতোনির সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রফেসর আর বিলের সঙ্গে ঐ নিগ্রো শিকারীর বায়রা পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপরই হল বিচ্ছেদ। একদিকে গেলেন আস্তিলিও অন্যদিকে বিল আর প্রফেসর। ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আর বন্ধুদের খবর পান নি আস্তিলিও। দীর্ঘকাল পরে নূতন অভিযানের উদ্যোগে

বায়রাতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আত্তিলিও হঠাৎ বিলের দেখা পেলেন।

বন্দরের মধ্যে যখন আত্তিলিওর নৌকা প্রবেশ করছে, সেইসময় একটি পর্তুগিজ 'লঞ্চ-এর' উপর দণ্ডায়মান বিলের দীর্ঘদেহ তাঁর নজরে পড়ল। আত্তিলিও অবাক হয়ে গেলেন—অন্ততঃ দশ মাস আগে যার আমেরিকাতে পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেই মানুষটি এখন হাত দুলিয়ে দন্তবিকাশ করে তাঁকে তারস্বরে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে! তার পাশেই যে সুন্দরী তরুণীটি দাঁড়িয়ে ছিল, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখেই আত্তিলিও বুঝলেন সে বিলের স্ত্রী।

মিনিট দুই পরেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে মিলিত হলেন আত্তিলিও। শুরু হল করমর্দনের পালা, তুবড়ির মতো ছুটল বাক্যস্রোত। অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম নৌকা থেকে ডাঙ্গার উপর নামল ; সেগুলোকে ভালভাবেই আত্তিলিও তদারক করলেন, ফাঁকে তবু কথাবার্তার বিরাম নেই। বিল এবং তস্য পত্নী নিজস্ব গাড়ী চালিয়ে আত্তিলিওকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল, পথে গাড়ীর মধ্যেও চলেছে অবিরাম বাক্যের স্রোত। মধ্যাহ্নভোজের সময়েও আলাপের পালা অব্যাহত, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল তখনও কথার শেষ নেই—অবশেষে আত্তিলিও যখন তাঁর লোকজনের কাজকর্ম পরিদর্শন করতে শুল্কবিভাগে ছুটলেন তখনই শেষ হল অবিশ্রান্ত বাক্যের ফুলঝুরি। বিলের কাছ থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই এর মধ্যে শুনেছেন আত্তিলিও। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

জুলুল্যাণ্ড থেকে প্রফেসর আর মাতোনির সঙ্গে বায়রা শহরে আসার পথে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কোন হাতীকে পরলোকে পাঠানোর সুযোগ পায় নি বিল। তারা যখন বায়রাতে এসে পৌঁছাল, তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া খুব খারাপ। ইউরোপের বুকে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা পর্তুগিজ উপনিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। প্রফেসরকে তাঁর মাতৃভূমি অর্থাৎ ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ফরাসী দূতবাসের কর্তৃপক্ষ। বিলের হাতে তখনও বেশ কিছু টাকা, সময়ও প্রচুর—অতএব নূতন উদ্যমে আবার হাতীর সন্ধানে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হল বিল। বিল নির্ঘাত হাতীর পিছনেই তাড়া করতো, কিন্তু লিসবন থেকে ম্যারিয়া নামে যে মেয়েটি বায়রাতে এসেছিল তাকে দেখে বিলের মন বদলে গেল। হাতীর কথা ভুলে ম্যরিয়ার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হল বিল।

কিছুদিনের মধ্যেই সে জানতে পারল ম্যরিয়ার দিক থেকেও তার প্রতি অনুরাগের অভাব নেই। অতঃপর ঘটনাচক্রের অনিবার্য পরিণতি, অর্থাৎ বিবাহ। বিয়ের পর সিডনি ব্যাঙ্কে একটা দস্তুরমতো ভালো চাকরি নিয়ে ম্যরিয়ার সাহচর্যে আদর্শ দম্পতির জীবন-যাপন করছিল বিল। আত্তিলিওর সঙ্গে যখন বিলের আবার দেখা হল তখন পরবর্তী সপ্তাহ থেকে একটা নয়দিন ব্যাপী ছুটি উপভোগের আনন্দে সে মশগুল।

শুল্কভবনের দিকে আত্তিলিওকে নিয়ে গড়ী চালাতে চালাতে বিল গল্প করছিল। এখানকার আবহাওয়া তার এবং নববধূর স্বাস্থ্যের উপযুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করল; সামাজিক পরিবেশ চমৎকার, স্থানীয় ক্লাবগুলোতে নানাধরনের খেলাধূলার সুযোগও আছে—পরিশেষে তার বক্তব্য হল মানুষের জীবন যে বিভিন্ন বৈচিত্রের ভিতর দিয়ে কত সুন্দর হতে পারে বিয়ের আগে সে ধারণা তার ছিল না।

বিলের কথা বার্তা এই পর্যন্ত বেশ উপভোগ করেছিলেন আত্তিলিও, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! "এখন আমার ছুটি,' বিলের কণ্ঠস্বর আনন্দে উদ্বেল, 'হাতী শিকারের নতুন 'পারমিট' পেয়েছি। ভিলা মাচাডো নামে যে জায়গাটা রয়েছে, সেখানে দানবের মতো অতিকায়

একটা হাতী ভীষণ অত্যাচার করছে। এবারের ছুটিতে সেই হাতীটাকেই সাবাড় করব। খবরটা দিয়েছে মাতোনি। সেও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কি মজা!"

আবার হাতী! আত্তিলিওর মুখ শুকিয়ে গেল—সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্য আর মোটা মাইনের চাকরি বিলের মন থেকে প্রতিশোধের রক্তাক্ত সংকল্পকে মুছে ফেলতে পারে নি!

শুষ্কস্বরে তিনি বললেন, "মাতোনি? সে কোথা থেকে এল? তোমাদের পৌঁছে দিয়ে তার তো দেশে ফিরে যাওয়ার কথা—এতদিন সে এখানে কি করছে?"

একগাল হেসে বিল জানাল সেইরকম কথাই ছিল বটে, কিন্তু মাতোনির জায়গাটা ভাল লেগে গেল বলে সে আর দেশে ফিরল না। বিল আরও বলল যে, ব্যাঙ্কের কাজে অন্ততঃ এক সপ্তাহের ছুটি না পেলে শিকারে যাওয়া অসম্ভব; সেই জন্যই সে এতদিন হাতীদের নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তবে একসময়ে না একসময়ে সুযোগ যে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। সেই উদ্দেশ্যেই বরাবর নিগ্রোশিকারী মাতোনির সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। এখন নয়দিনের লম্বা ছুটি পাওয়া গেছে, আর অতিকায় এক হস্তীর সংবাদও উপস্থিত। অতএব মাতোনিকে নিয়ে হস্তি নিধনের অভিযান যাত্রা করার এমন স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে সে রাজী নয়।

আত্তিলিওর সব সময়ই মনে হয়েছে বিল আর হাতীর যোগাযোগ এক অশুভ পরিণতির সূত্রপাত করবে। কোনদিনই তিনি বিলের হাতীশিকারের আগ্রহে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। এখনও সম্ভব হলে তিনি বাধা দিতেন, কিন্তু বিল এখন তাঁর অধীনে অভিযান-কার্যে ব্যাবৃত নয়—তাকে তিনি বাধা দেবেন কি উপায়ে? একমাত্র ভরসা—ম্যরিয়া।

আত্তিলিও বললেন, "তুমি বলতে চাও কালই তুমি বৌকে ফেলে রাইফেল ঘাড়ে হাতীর পিছনে ছুটবে? —অসম্ভব। ম্যরিয়া কখনই রাজী হবে না।"

বিল সানন্দে দন্তবিকাশ করল, "আজ বিকেলে আমি ম্যরিয়াকে সব কথা খুলে বলব। বিয়ের আগে ম্যরিয়া আমাকে শিকার ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিল। আমি বলেছিলাম কয়েকটা হাতীকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি শিকারে ইস্তফা দেব। খুব ভাল মেয়ে। আমার প্রস্তাবে তার আপত্তি হয় নি। আমি যে এত দিন শিকারে যাই নি তার কারণ স্ত্রীর অসম্মতি নয়—ছুটি পাইনি বলেই আমি হাতী শিকারের চেষ্টা করতে পারি নি। বুঝলে বন্ধু, এবার এমন বিরাট ছুটি গজদন্ত আমি তোমার সামনে নিয়ে আসব যে, তেমন জিনিস তুমি জীবনে দেখ নি।"

আত্তিলিও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভবি ভোলবার নয়!

বিল যেদিন চলে গেল সেদিনটা ছিল শনিবারের সকাল। ম্যরিয়া খুব সপ্রতিভ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের আভাস আত্তিলিওর কাছে গোপন থাকে নি। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, বন্ধুপত্নীর মুখচোখে সংশয় ও আশঙ্কার চিহ্ন দেখেছিলেন আত্তিলিও। শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে বিল ছিল ব্যস্ত ও উত্তেজিত, স্ত্রীর ভাবান্তর সে লক্ষ্য করল না।

যাওয়ার আগে বন্ধুকে শেষবারের মতো নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন আত্তিলিও। অন্ততঃ এই হাতীটার পিছু নিতে বিলকে তিনি নিষেধ করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা অকারণ নয়—মাতোনির কাছ থেকে এর মধ্যেই পূর্বোক্ত হস্তীর দৈহিক আয়তন ও স্বভাব-চরিত্রের যে বিবরণ আত্তিলিওর কর্ণকুহরে পরিবেশিত হয়েছিল তাতে বন্ধুর নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিল হেসে

জানিয়েছিল তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে সে সমর্থ। ভয়ংকর জীবের পশ্চাদ্ধাবনের সংকল্প থেকে বিলকে নিরস্ত করতে না পেরে আত্তিলিও তার সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

বিল তাঁর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আমি জানি কালই তোমর বায়রা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। অকারণে কারও কাজের ক্ষতি হয় তা আমি চাই না। আমার জন্য দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমি জানি কি করে হাতী মারতে হয়। দুই চোখের একটু উপরে একটা সরলরেখার মধ্যে অবস্থিত দুর্বল জায়গাটা কমলালেবুর মতো বড়—ঐখানে গুলি বসাতে পারলে হাতীর নিস্তার নেই। ত্রিশ ফুটের বেশি দূরত্ব থেকে গুলি চালানো উচিত নয়; অতএব হাতী তেড়ে এলে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পড়ে নির্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে—তাই নয় কি? এসব ব্যাপার আমি জানি। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের সামনে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নিশানা করার ক্ষমতা যে আমার আছে সেকথা তো তোমার অজানা নয়। অতএব বন্ধু ভয়ের কোন কারণ নেই।"

বিল চলে গেল। আত্তিলিও কর্মসূচী বদলে ফেললেন। যদিও জরুরী কাজে পরের দিনই তাঁর অন্যত্র যাওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল কাজটা এমন কিছু দরকারী নয় যে এই মুহূর্তে হৈ হৈ করে ছুটতে হবে—বরং বিল ফিরে এলে তার সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই বিবেচনার কাজ। স্থান ত্যগের পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে বায়রাতেই থেকে গেলেন আত্তিলিও এবং টেলিফোন করে ম্যরিয়াকে জানিয়ে দিলেন বিল ফিরে আসার আগে তিনি এই জায়গা ছেড়ে কোথাও নড়ছেন না।

"তোমার চিন্তার কারণ নেই," আত্তিলিও বললেন, "বিল যে

কোন সময়ে ফিরে আসতে পার।”

“না! না!” হঠাৎ টেলিফোনের ভিতর দিয়ে ম্যরিয়ার অস্বাভাবিক কণ্ঠ তীব্রস্বরে ফেটে পড়ল আত্তিলিওর কানে, “ও আর আসবে না!”

আত্তিলিও স্তম্ভিত! আবার ভেসে এল নারীকণ্ঠের দ্রুত উক্তি, “ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! আচ্ছা, গুডনাইট।”

আত্তিলিও ভাবলেন ম্যরিয়া তাঁর কথা বুঝতে পারে নি, সে বোধহয় ভেবেছে সেই রাতেই বিলের ফিরে আসার কথা বলেছেন তিনি, সেইজন্যই এই প্রতিবাদ। অর্থাৎ তার বক্তব্য হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি বিল ফিরে আসতে পারে না।

ম্যরিয়া কি বলতে চেয়েছিল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করলেন আত্তিলিও মঙ্গলবার দুপুরে। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর একটি ছোটখাট দিবানিদ্রা দেবার উদ্যোগ করেছেন আত্তিলিও, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

ফোন তুলতেই ম্যরিয়ার কণ্ঠস্বর, “এই মুহূর্তে চলে আসুন!” আত্তিলিও হতভম্ব, “সেকি! কি হয়েছে?”

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ওদিক থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল। ম্যরিয়া ফোন রেখে দিয়েছে।

“নিশ্চয় বিল আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে,” আত্তিলিও ভাবলেন। তিনি জামা-কাপড় পরে নিজস্ব গাড়ীতে উঠে বসলেন। ড্রাইভার বম্‌বো গাড়ী চালিয়ে উপস্থিত হল বিলের বাড়ীতে। ম্যরিয়া মাথায় হেলমেট চড়িয়ে বারান্দার উপর থেকে পথের দিকে তাকিয়েছিল। কোন ভূমিকা না করে সে আত্তিলিওকে বলল, “বিলের কিছু হয়েছে।”

—“কেন? বিলের কোন খবর পেয়েছ?”

—“খবর পাইনি বলেই বুঝতে পারছি কিছু হয়েছে। বিল

কথা দিয়েছিল সোমবারের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে। আজ মঙ্গলবার, অথচ তার দেখা নেই। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নয়, চলুন আমরা যাই। তর্ক করবেন না, দয়া করে চলুন। এক্ষুণি চলুন। এই মুহূর্তে।"

আন্তিলিও বোকার মতো বললেন, "কোথায় যেতে হবে তা তো জানি না।"

উত্তর এল, "আমি জানি। রেনণ্ট। ভিলা মাচাডোর রাস্তায় যেতে হলে রেনণ্টে যেতেই হবে। ওখানকার গাঁয়ের মানুষের কাছে নিশ্চয়ই ওর খবর পাওয়া যাবে।"

আন্তিলিও বন্ধুপত্নীকে বাড়িতে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালেন এবং তিনি যে এই মুহূর্তে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ম্যারিয়াকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন সে কথা জানাতেও ভুললেন না। কিন্তু ম্যারিয়া বাড়ি থাকতে রাজী নয়।

"আমি খাবার-দাবার তৈরী রেখেছি। পানীয় জল, কম্বল, 'ফ্ল্যাশ-লাইট' প্রভৃতি সব কিছুই সাজানো আছে। বিলের বাড়তি বন্দুকটাও সঙ্গে নিচ্ছি--হয়তো অস্ত্রটা ব্যবহার করার দরকার হতে পারে। আর এক মিনিটও নষ্ট করা উচিত নয়। চলুন।"

আন্তিলিও বুঝলেন ম্যারিয়া কোন কথা শুনবে না. সে যাবেই যাবে। অগত্যা বন্ধুপত্নীকে নিয়ে তিনি গাড়ীতে বসলেন। ড্রাইভার বম্‌বো গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ * পথের শেষে

গাড়ী ছুটছে। দীর্ঘ পথ। যাত্রীরা মৌন। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ যাত্রীদের নির্বাক করে রেখেছে। শুধু চালনচক্রের উপর অভ্যস্ত দক্ষতায় ঘুরছে ড্রাইভার বম্‌বোর হাত।

যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। সঙ্কীর্ণ পথের উপর এক জায়গায় পড়ে ছিল একটা গাছ। অনেক কষ্টে সেই বাধা ভেদ করে গাড়ী ছুটল। জোর করে সঙ্গে আসার জন্য বন্ধুপত্নীর উপর বিরক্ত হয়েছিলেন আত্তিলিও, কিন্তু ক্রোধপ্রকাশ করে লাভ নেই—ম্যরিয়া অটল, অবিলম্বে বিলের খবর পাওয়ার জন্য যে-কোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে ৩২নং মাইলপোস্টের কাছে রাস্তা থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গার উপর তাঁবুটা যাত্রীদের দৃষ্টিগোচর হল। তাঁবুতে ঢুকে বিলের দেখা পাওয়া গেল না।

আত্তিলিও ম্যরিয়াকে জানালেন শয্যার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সারারাত ঘুমিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে গেছে, খুব সম্ভব এখনই সে মাতোনিকে নিয়ে ফিরে আসবে। ম্যরিয়াকে যাই বলুন না কেন বিলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আত্তিলিওর মনেও সংশয় উপস্থিত—বিছানাতে বিলের দেহের ছাপ থাকলেও সে যে কখন শয্যাত্যাগ করেছে সে কথা অনুমান করা সম্ভব নয়।

আত্তিলিওর প্রবোধ বাক্য শুনে খুশী হল না ম্যরিয়া, সত্যিকার অবস্থাটা সে জানতে চায়—ধাতুনির্মিত যে বাক্সটার মধ্যে বিল খাবার -দাবার নিয়ে এসেছিল সেই বাক্সের ডালা খুলে মেয়েটি ভিতরে দৃষ্টিপাত করল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চমক! সব কিছুই অটুট অবস্থায় আছে, একটুকরো খাবারও বাক্স থেকে অদৃশ্য হয় নি!

অর্থাৎ তিনদিন আগে এখানে পৌঁছেই হাতীর পিছু নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে বিল আর মাতোনি, ফিরে এসে খাদ্যগ্রহণের সুযোগ হয় নি বলেই তাদের খাদ্যসামগ্রী অটুট ও অক্ষত অবস্থায় যথাস্থানে বিরাজ করছে! তিনদিন নিখোঁজ তারা!

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে মানুষ যেমন করে প্রিয়জনের শবধারের ডালা বন্ধ করে, ঠিক তেমনি করেই বাক্সের ডালা বন্ধ করল ম্যারিয়া। এতক্ষণ পরে মেয়েটির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। বিলের নাম ধরে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে লুটিয়ে পড়ল পরিত্যক্ত শয্যায়, তার দুই চোখ বেয়ে নামল তপ্ত অশ্রু।

আন্তিলিওর জীবনে এমন দুঃসহ রাত্রি কখনও আসে নি। শোকের প্রথম আবেগ কেটে যেতেই ম্যারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে, দারুণ আশায় বুক বেঁধে বার বার ছুটে এসেছি পথের উপর—আবার নিরাশ হৃদয়ে স্খলিত পদক্ষেপে প্রবেশ করেছে তাঁবুর মধ্যে। সমস্ত রাত এবং পরের দিন সকাল পর্যন্ত সে ঐভাবেই কাটিয়েছে। ঐ দীর্ঘ-সময়ের মধ্যে কোন খাদ্য তো দূরের কথা, এক কাপ চা পর্যন্ত পান করতে রাজী হয় নি ম্যারিয়া। বার বার অনুরোধ করেও তাকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না আন্তিলিও। এক রাতের মধ্যে তিন-তিন-বার নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা হয়েছে, হতচকিত গ্রামবাসীরা বিমূঢ়ভাবে ঘাড় নেড়েছে—না, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা তাদের চোখে পড়ে নি।

দিনের আলো ফুটতেই আবার অনুসন্ধান শুরু হল। একটার পর একটা গ্রাম পরিদর্শন করলেন আন্তিলিও আর ম্যারিয়া। সবশুদ্ধ প্রায় পাঁচ-ছয়টা গ্রামে তাঁরা পদার্পণ করেছেন, সব জায়গায় একই উত্তর—সাদা চামড়ার কোন মানুষের খবর জানে না স্থানীয় মানুষ। অবশেষে ৩৪ নং 'মাইলপোষ্টটার' কাছে এসে যে গ্রামটাকে তাঁরা দেখলেন, সেটা ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য।

গ্রাম পরিদর্শন করে যাত্রীরা বুঝলেন দু'দিন আগেও সেখানে লোকজন বাস করতো। হঠাৎ গৃহত্যাগ করে গ্রামশুদ্ধ লোকের বনের ভিতর উধাও হওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন না আত্তিলিও। কিন্তু ম্যরিয়া দৃঢ়ভাবে জানালেন জনশূন্য গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিলের অন্তর্ধান রহস্য। তার ধারণা গ্রামের মধ্যে খুব শীঘ্রই মানুষের দেখা পাওয়া যাবে।

ম্যরিয়ার চিন্তাধারা যে অভ্রান্ত সে কথা প্রমাণিত হল বুধবার সকাল দশটার সময়ে।

ধূলিধূসর ক্লান্ত দেহে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর আবার ৩৪ নং মাইলপোস্টের কাছে ফিরে এসে যাত্রীরা পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্তির সাক্ষাৎ পেলেন। পূর্বোক্ত মনুষ্যটি কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করছিল, সাদা চামড়ার সামনে আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা তার ছিল না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কিছুমাত্র মর্যাদা না দিয়ে ড্রাইভার বম্বো লোকটিকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে যাত্রীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটি স্থানীয় মানুষ, নাম—জাটা। জাটার চোখে-মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। প্রথমে সে কোন কথা বলতে রাজী হয় নি, কিন্তু ম্যরিয়ার অবস্থা দেখে তার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হল। আতঙ্কের পরিবর্তে স্নিগ্ধ কোমল অভিব্যক্তির ছায়া পড়ল জাটার মুখে, 'চলো।'

সম্মোহিতের মতো জাটাকে অনুসরণ করল ম্যরিয়া। প্রায় ঘন্টাখানেক পথ চলার পর একটা ফাঁকা জায়গার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় মানুষ, তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি এখন আত্তিলিওর দিকে। হঠাৎ জাটার পাশ দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল ম্যরিয়া। এত তাড়াতাড়ি সে পা চালিয়েছিল যে, আত্তিলিও কিংবা নিগ্রোটি তাকে বাধা দেবার সুযোগ পেলেন না।

নারাকণ্ঠের অবরুদ্ধ আর্তস্বর শোনা গেল ; আত্তিলিও ছুটে

গেলেন ম্যারিয়ার দিকে। পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ।

আত্তিলিওর সম্বিত ফিরে এল যখন তিনি দেখলেন ম্যারিয়ার দেহ রক্ত-চিহ্নিত মাটির উপর লুটিয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তিমি মূর্ছিতা বন্ধুপত্নীর পতনোম্মুখ দেহটাকে ধরে ফেললেন। এতক্ষণে সন্ধান পর্ব শেষ! সামনেই মাটির উপর জমাট শুষ্ক রক্তের ছড়াছড়ি এবং সেই শোণিত-চিহ্নিত ভূমিতে পড়ে আছে দুটি বিকৃত, নিষ্পিষ্ট, ছিন্নভিন্ন মনুষ্যদেহ—বিল আর মাতোনি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ * 'রক্তের ঋণ রক্তেই শুধব'

আত্তিলিও চিৎকার করে বম্বোকে বললেন সে যেন এখনই শহর থেকে ডাক্তার, নার্স আর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসে। জাটা নামক নিগ্রোটিকে তিনি বম্বোর পথপ্রদর্শক হয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চটপট শহরে পৌঁছানোর পথ স্থানীয় মানুষের নখদর্পণে, তাই বম্বোর সঙ্গে জাটাকে যেতে বলেছিলেন আত্তিলিও। তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুৎবেগে অন্তর্ধান করল বম্বো আর জাটা। মূর্ছিতা ম্যারিয়াকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন আত্তিলিও প্রাণহীন জড় পদার্থের মতো···

অনেকক্ষণ পরে লোকজন নিয়ে হাজির হল বম্বো। ম্যারিয়ার অচেতন দেহটাকে বম্বো আর আত্তিলিও ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তুলে দিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানালেন স্নায়ুর উপর অত্যাধিক চাপ পড়ার ফলে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়েছে, কিন্তু ভয়ের কারণ নেই —সে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করবে। ম্যারিয়াকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটল হাসপাতাল অভিমুখে।

এইবার ভালভাবে অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করলেন আত্তিলিও। হস্তীযুথের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত মৃত্তিকার বুকে শুষ্ক রক্তের অক্ষরে যে শোচনীয় কাহিনীর বর্ণনা ফুটে উঠেছিল, সেটা অনভিজ্ঞের কাছে দুর্বোধ্য হলেও ঝানু শিকারীর চোখে সেই চিহ্নগুলো ছিল ছাপানো বইয়ের অক্ষরের মতোই স্পষ্ট ;—অতএব অকুস্থল পরিদর্শন করার পর আর প্রকৃত ঘটনা আত্তিলিওর অজ্ঞাত রইল না।

শহর থেকে আগত ডাক্তারটির প্রশ্নের জবাবে আত্তিলিও বললেন, 'মানুষ আর হাতির পায়ের ছাপ দেখে সহজেই বুঝতে পারছি জন্তুটার মগজ লক্ষ্য করে বিল গুলি চালিয়েছিল। খুব সম্ভব চিৎকার করে যুথপতিকে প্ররোচিত করেছিল বিল। হাতীটা তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতেই বিল গুলি ছুঁড়েছিল। মগজের যে-জায়গায় আঘাত

লাগলে হাতীর মৃত্যু অবধারিত, সেই দুর্বল স্থানটির উপরে ও নীচে অবস্থান করছে কঠিন হাড়ের দুর্ভেদ্য আবরণ। অপ্রত্যাশিত ভাবে মস্তক সঞ্চালন করার ফলেই বোধহয় হাতীর মর্মস্থান থেকে একটু দূরে গুলি লেগেছিল এবং ক্রোধে ও যাতনায় ক্ষিপ্ত দানব এসে পড়েছিল বিলের দেহের উপর। এই ধরনেরই একটা ব্যাপার ঘটেছিল সন্দেহ নেই। বিল ছিল লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত, নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তার নিশান ব্যর্থ হয়েছে।'

অতঃপর আন্তিলিও ঘটনার যে বিশ্লেষণ করলেন তা হচ্ছে এই—

বিল দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর সুযোগ পায়নি। যূথপতিকে অর্থাৎ বিলের আততায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল মাতোনি। তার নিক্ষিপ্ত গুলিও ক্ষিপ্ত হস্তীর গতিরোধ করতে সমর্থ হয় নি। হাতীদের দলপতি যখন বিলের দেহের উপর ক্রোধচরিতার্থ করছিল, তখন দৌড়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল মাতোনি—দুঃখের বিষয় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ছুটে এসেছিল শরীরী ঝটিকার মতো ক্রুদ্ধ হস্তীযূথ এবং মাতোনির দেহটাকে পিষে দলে আবার প্রবেশ করেছিল অরণ্যের গর্ভে। অকুস্থলের নিকটস্থ ভূমিতে একটি স্থানীয় মানুষের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন আন্তিলিও। খুব সম্ভব ঐ লোকটির কাছে খবর পেয়েই গ্রামবাসীরা সতর্ক হয়েছিল। পুলিশের ভয় তো ছিলই—কিন্তু পুলিশের চাইতে অনেক বেশী ভয়ংকর মত্ত মাতঙ্গের আক্রমণ আশঙ্কা করেই গ্রাম ছেড়ে বনের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছিল গ্রামের মানুষ।

আন্তিলিও যখন ঐভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করছিলেন তখন ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ড্রাইভার বম্বো। সে জানাল আন্তিলিওর অনুমান অভ্রান্ত। জাটা নামক পূর্বে উল্লিখিত যে লোকটি যাত্রীদের অকুস্থলে নিয়ে এসেছিল, সে নিজেই ছিল বিলের পথ প্রদর্শক। মাতোনির সঙ্গে জাটার বন্ধুত্ব ছিল; মাতোনির

পরিবর্তে তার বন্ধু জাটা বিলকে হাতীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বগ্রহণ করেছিল—তুর্ঘটনার স্থলে নিকটবর্তী ভূমিতে জাটার পায়ের ছাপই দেখেছেন আত্তিলিও। বম্বো বেশ বুদ্ধিমান লোক, ঐসব দরকারী খবর সে এখানে এসে জোগাড় করে ফেলেছে কিছুক্ষণের মধ্যে।

আত্তিলিও সাহেবও একটি প্রয়োজনায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন—বিলের আততায়ীর একটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে তিনি এখন সম্পূর্ণ সচেতন। আফ্রিকার হাতীর সামনের তুটি পায়ে চারটি আঙ্গুল, পিছনের পায়ে তিনটি—কিন্তু বিলের হত্যাকাণ্ডের জন্য যে খুনী হাতীটা দায়ী, সেই জন্তুটার সামনের বাঁ পায়ে চারটির পরিবর্তে রয়েছে তিনটি আঙ্গুল। অসংখ্য হাতীর পদচিহ্নের ভিতর থেকে অপরাধীকে খুঁজে নিতে এখন আর অসুবিধা নেই—শুধু তিন অঙ্গুলের বৈশিষ্ট নয়, এমন গভীর ও বৃহৎ পদচিহ্ন আগে কখনও আত্তিলিওর চোখে পড়ে নি। পায়ের ছাপ দেখেই আত্তিলিও বুঝতে পারলেন আফ্রিকার অতিকায় হস্তীকুলেও বিলের হত্যাকারীর মতো প্রকাণ্ড হস্তী নিতান্তই তুর্লভ।

'শয়তান', আত্তিলিও সক্রোধে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'তোমাকে আমি শেষ করব।'

বিলের দলিত ও ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ হাসপাতালের গাড়ীতে তুলে দিতে গেলেন আত্তিলিও। জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার জানতে পারলেন আত্তিলিও এখন ঐ হাতীটাকে অনুসরণ করবেন।

'হ্যাঁ, জন্তুটা আমার বন্ধুকে হত্যা করেছে,' আত্তিলিও বললেন, 'রক্তের ঋণ আমি রক্তেই শুধব। কিন্তু আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'গাড়িটাকে তাহলে আমি এখনই আবার পাঠিয়ে দেব,' ডাক্তার বললেন, 'হয়তো আর একটা মৃতদেহকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অরণ্য-ভৈরব

বুধবার সকালে বিল এবং মাতোনির মৃতদেহ পেয়েছিলেন আত্তিলিও। সেদিনই অর্থাৎ বুধবারে, রাতের দিকে বম্‌বো এসে জানাল জাটার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, গ্রাম এখনও জনমানবশূন্য। আত্তিলিওর দলভুক্ত অভিযাত্রীদের মধ্যে যে চারজন নিগ্রো ছিল, তারা সাগ্রহে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কিন্তু আত্তিলিও তাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন—অভিযানের বিভিন্ন কাজে দক্ষ হলেও এই অরণ্য তাদের পরিচিত নয়, অতএব লোকগুলোর প্রাণহানীর আশঙ্কা আছে বুঝেই তাদের নিবৃত্ত করা হল।

বৃহস্পতিবার সকালে আত্তিলিওর দলবল বায়রা ছেড়ে অন্যত্র যাত্রা করল। আত্তিলিও অবশ্য তখন তাদের সঙ্গ গ্রহণ করেন নি, কথা হল পরে তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। বিলের সৎকার-কার্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন, মহা সমারোহের সঙ্গে তাকে কবর দেওয়া হল। হাসপাতালে গিয়ে ম্যরিয়ার সাক্ষাৎলাভ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। চেষ্টা সফল হয় নি ; —চিকিৎসকরা জানালেন যদিও মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ নয়, তবু লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা এখন চলবে না। আত্তিলিও জেনে খুশী হলেন যে, ম্যরিয়ার গর্ভস্থ শিশু বেশ ভালোই আছে।

সমস্ত কর্তব্যের পালা চুকিয়ে আত্তিলিও চললেন হন্তারক হস্তীর সন্ধানে, সঙ্গে ড্রাইভার বম্‌বো। হত্যাকাণ্ড যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সেখানকার মানুষ যে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এবার পুলিশের সাহায্যে গ্রামের সর্দারকে পাকড়াও করলেন আত্তিলিও। পুলিশ-অফিসার ঘোষণা

করল সর্দার যদি আত্তিলিওকে হাতীর সন্ধান পেতে সাহায্য না করে, তাহলে তাকে পদচ্যুত করে সেই জায়গায় অন্য সর্দারকে নিযুক্ত করা হবে।

তারপর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হল। বিলের হত্যাকারী হস্তী এবং তার দলবল সম্বন্ধে সর্দারের ছিল অপরিসীম আতঙ্ক। আতঙ্ক অহেতুক নয়—পুলিশ যাই করুক, খুন করবে না ; কিন্তু সাদা শিকারীর গুলি যদি ফসকে যায় তাহলে উক্ত হস্তী-বাহিনীর দলপতি হয়তো গ্রামের উপর হানা দিতে পারে, এবং সেরকম ঘটনা ঘটলে বহু মানুষ যে প্রাণ হারাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব সর্দার নানাভাবে আত্তিলিওকে ভুলপথে চালিত করতে সচেষ্ট হল।

'কায়না' নামক মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে গিয়ে কম্যাণ্ডার আত্তিলিও গতি বুঝেছিলেন, স্থানীয় মানুষ কেমন করে বিদেশীকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। সর্দারের চালাকি খাটল না, কয়েকদিনের মধ্যেই আত্তিলিও পূর্বোক্ত হস্তী ও তার দলবলের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

পায়ে-চলা বনপথের উত্তর দিকে অবস্থিত জলাভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আত্তিলিও সর্দারকে বললেন, 'কাল আমি ঐদিকে যাব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। আমি জানি ঐখানেই আছে সেই শয়তান।'

আচমকা মুখের উপর চড় মারলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সর্দারের মুখের অবস্থাও হল সেইরকম। স্খলিতস্বরে সে বলল, 'সাদা মানুষ! তুমি মরবে। তোমার আগে অনেক কালো আর সাদা শিকারী ঐ জন্তুটাকে মারতে গিয়ে মরেছে। তুমিও তাদের মতো মরবে।'

আত্তিলিও বুঝলেন তাঁর অনুমান যথার্থ। ঐখানেই আছে বিলের হত্যাকারী।

'কাল আমরা যাচ্ছি,' আত্তিলিও ঘোষণা করলেন। পুলিশ-

অফিসার ভয় দেখিয়ে যে কথাটা বলেছিল, সেই কথাটাও তিনি সর্দারকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না।

অবশ্য পুলিশের কাছে সর্দারের সম্বন্ধে অভিযোগ করেন নি আন্তিলিও। যতদূর জানা যায় আন্তিলিও সাহেবের বায়রা ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত সর্দারকে সর্দারি করতে দেখা গেছে। ঘটনাটা অন্যরকম হতে পারতো—কারণ, পরের দিন সকালে আন্তিলিও আর সর্দারকে দেখতে পান নি। এক রাতের মধ্যেই সে এলাকা ছেড়ে হাওয়া হয়ে গেছে। মুখে যাই বলুন, মনে মনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন নি আন্তিলিও। কেউ যদি আত্মহত্যা করতে রাজী না হয়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি ?

সর্দারের অনুপস্থিতি শিকারীর সংকল্পে বাধা দিতে পারল না। বম্‌বোকে সঙ্গে নিয়ে জলাভূমি পার হলেন আন্তিলিও। তিনি অনুমান করেছিলেন স্যাঁতসেঁতে জলাভূমির পরেই শক্ত মাটির দেখা পাওয়া যাবে। অনুমানে ভুল হয় নি—জলার সীমানা শেষ হয়ে দেখা দিয়েছে প্রস্তর-আবৃত কঠিন ভূমি, এখানে-ওখানে ফাঁকা জায়গার উপর বিচ্ছিন্নভাবে মাথা তুলেছে সবুজ উদ্ভিদের সারি এবং ছোট বড় পাথরের টুকরো। একটা উঁচু জায়গার উপর উঠে জলের কল্লোলধ্বনি শুনতে পেলেন আন্তিলিও। উচ্চভূমির পরেই একটা খাদ। বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গেছে সেই খাদ ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে। দু'পাশে খাড়া মাটির দেয়াল-বসানো ফাঁকটা দশ ফুটের কম নয়। খাদের বিপরীত দিকে একটা ঝর্ণা দেখতে পেলেন আন্তিলিও। ঐ ঝর্ণার শব্দই তিনি শুনেছেন একটু আগে।

শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য ঝর্ণার কাছে গেলেন আন্তিলিও আর বম্‌বো। খাদটাকে তাঁরা ডিঙিয়ে যান নি, প্রায় বিশ ফুট

খাড়াই ভেঙ্গে ওঠা-নামা করে তাঁরা ঝর্ণার কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

কিন্তু জলপান করতে গিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন—আশেপাশে ভিজে জমির উপর ফুটে উঠেছে বহু হাতীর পায়ের চিহ্ন! সেই পায়ের ছাপগুলোর ভিতর থেকে তিন আঙুলের প্রকাণ্ড পদচিহ্নটি আত্তিলিওর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করল অতি সহজেই। একটু আগেও তাঁর আচরণে সতর্কতার চিহ্ন মাত্র ছিল না, চলার পথে বম্‌বোর সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝেই কথা বলছেন—এখন পায়ের ছাপগুলো দেখা মাত্র তাঁর মনে হল অতর্কিতে মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

সূর্যরশ্মি অত্যন্ত প্রখর; মেরুদণ্ডের উপর ঘর্মস্রোতের অস্বস্তিকর অনুভূতি। নিস্তব্ধ বনভূমির ভিতর থেকে ভয়ংকর শব্দের আভাস —সত্যিই কি শব্দ হয়েছে? না, মনের ভ্রম?···এতক্ষণ হাতীর সাক্ষাৎলাভ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন আত্তিলিও, এখন তাঁর মনে হল এত তাড়াতাড়ি জন্তুটার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হয়। শিকারীর মন এখনও তৈরী হয়নি, আর একটু সময় পাওয়া দরকার···

আত্তিলিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিকে চালিত করলেন। পরিস্থিতি বুঝে নেওয়া দরকার। অবস্থাটা তাঁর ভাল লাগছে না; —সামনে পশ্চিম দিকে বিরাজ করছে নিবিড় অরণ্য। উত্তর ও দক্ষিণে মুক্ত প্রান্তরের উপর টুকরো টুকরো পাথরের ভিড়, পূর্বদিকে অর্থাৎ তাঁদের পিছনে হাঁ করে আছে গভীর খাদ।

'ঐ ছাখো', সভয়ে আঙুল তুলে দেখল বম্‌বো।

সচমকে নির্দিষ্ট দিকে ঘুরলেন আত্তিলিও। সশব্দে দুটি বৃক্ষকে ধরাশায়ী করে অরণ্যের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে এক অতিকায় হস্তী! এক নজর তার দিকে তাকিয়ে আত্তিলিও বুঝলেন

এই জন্তুটাই বিলের হত্যাকারী। বহুদিন আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরেছেন আন্তিলিও, কিন্তু এমন প্রকাণ্ড হাতী কখনও তাঁর চোখে পড়েনি।

সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আন্তিলিও আর বম্‌বো। জন্তুটা ফাঁকা মাঠের উপর শিকারীদের থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে অবস্থান করছিল। আন্তিলিও জানতেন হাতী দূরের জিনিস ভালো-ভাবে দেখতে পায় না, অতএব এখনও তার নজরে পড়ার ভয় নেই।

কিন্তু হাওয়া? শিকারীদের দিক থেকে হাতীর দিকেই ছুটে যাচ্ছে হাওয়া। অতিকায় জন্তুটা শুঁড় তুলে সন্দেহজনক ভাবে বাতাস পরীক্ষা করছে এবং আশ-পাশ থেকে ভেসে-আসা শব্দের তরঙ্গ ধরার চেষ্টায় সবেগে দুলে দুলে উঠছে বিশাল দুটি কান—হাতীর ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতিশয় প্রখর। আন্তিলিও বুঝলেন তাঁরা ফাঁদে পড়েছেন। দোষ তাঁর। বম্‌বো অনভিজ্ঞ, সে শিকারী নয়—ড্রাইভার। তাছাড়া বম্‌বো যেখানকার অধিবাসী সেই অঞ্চলে হাতী নেই, উক্ত পশুটির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাই সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে। আন্তিলিও যদি আর একটু সতর্ক হতেন তাহলে বিপদকে এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু এখন আর অনুতাপ করে লাভ নেই—তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর শরীরী প্রতিচ্ছবি···

আন্তিলিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দানব আবার জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে। বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছে মনে করে আন্তিলিও যখন ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ শূন্যে শুঁড় তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল অতিকায় হস্তী—আন্তিলিও বুঝলেন জন্তুটা তাঁদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে।

শিকারীদের বাঁ দিক থেকে খুব ধীরে ধীরে ঢালু জমি বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল হাতী, সঙ্গে সঙ্গে কান দুলিয়ে সন্দেহজনক শব্দ ধরার চেষ্টাও চলল।

আত্তিলিও রাইফেল তুললেন কাঁধে।

হাতী আরও এগিয়ে এল। চোখে না দেখলেও ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে সে জেনে গেছে শিকারীরা কোথায় আছে।

দানবের চলার গতি বাড়ল। কমে আসতে লাগল দানব ও মানবের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

নব্বই ফুট। আত্তিলিওর পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। আশী ফুট। সর্বাঙ্গে আতঙ্কের শিহরণ, বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বুঝি থেমে যেতে চায়—রাইফেলের নিশানা স্থির করলেন আত্তিলিও।

সত্তর ফুট। মাথার মাঝখানে দুই চোখের একটু উপরে একটা ক্ষতচিহ্ন। বিলের গুলি ঐখানে কামড় বসিয়ে দাগ করে দিয়েছে।

ষাট ফুট। 'বিল তো হাতীর মর্মস্থানে গুলি চালিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার! হাতীটা এখনও বেঁচে আছে কি করে?'

পঞ্চাশ ফুট। 'বিল যেখানে গুলি করেছে সেই জায়গাটা থেকে এক ইঞ্চি উপরে আমি গুলি চালাব।' মনে মনে ভাবলেন আত্তিলিও।

চল্লিশ ফুট। প্রকাণ্ড দুই গজদন্ত উদ্যত জিঘাংসায় প্রসারিত। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকেই দাঁত দুটো শিকারীদের দেহে বিদ্ধ হবে।

ত্রিশ ফুট। রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুলের চাপ। কর্কশ শব্দ, আগুনের ঝলক। তীব্র তীক্ষ্ণ বৃংহণধ্বনি। হাতি থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু রাইফেলের বুলেট তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারেনি।

'পালাও, বাওয়ানা!'

আবার জাগল গজকণ্ঠে ভয়ংকর ধ্বনি। শব্দ এগিয়ে আসছে। আত্তিলিও পিছন ফিরে সবেগে পলায়মান বম্‌বোকে অনুসরণ করলেন। বম্‌বো এক লাফে খাদ পার হয়ে গেল। মুহূর্তের দ্বিধা—দশ ফুট ফাঁকটা কি পার হওয়া যাবে? পরক্ষণেই এক প্রচণ্ড

লম্ফে শূন্যপথ অতিক্রম করে খাদের বিপরীত পার্শ্বে এসে পড়লেন আন্তিলিও।

ছুট! ছুট! ছুট! সামনে বম্‌বো, পিছনে আন্তিলিও! সুদীর্ঘ শুণ্ড আর প্রকাণ্ড দুই গজদন্তের মারাত্মক স্পর্শের আশঙ্কায় পলাতকদের সর্বাঙ্গে আতঙ্কের শিহরণ—যে-কোন-মুহূর্তে ঘাড়ের উপর এসে পড়তে পারে ক্রোধোন্মত্ত হস্তী।

হঠাৎ একবার পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বম্‌বো, এবং হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটির উপর। সে একবার ওঠার চেষ্টা করেই নিশ্চল হয়ে গেল, আন্তিলিও দেখলেন তার ভয়ার্ত চক্ষু তারকার নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তাঁরই পিছন দিকে।

বম্‌বোর স্তম্ভিত দৃষ্টির হেতু নির্ণয় করার জন্যে আন্তিলিও একবারও পিছন পানে চাইলেন না, তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঠ! ওঠ!'

বম্‌বো উঠল না।

'ওঠ'—

ক্রুদ্ধ হস্তীর তীব্র বৃংহণ ভেসে এল পিছন থেকে, আন্তিলিওর মনে হল তাঁর কানের পর্দা বুঝি ফেটে গেল।

এবার আর পিছন দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থাও হল বম্‌বোর মতো—সম্মোহিত মানুষের স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলে তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এক ভয়ংকর অত্যাশ্চার্য দৃশ্য!

নিদারুণ ক্রোধে সংহার-মূর্তি ধারণ করেছে ক্ষিপ্ত গজরাজ, কিন্তু সে এখনও অবস্থান করছে খাদের বিপরীত পার্শ্বে। বাধাটাকে ডিঙিয়ে আসার চেষ্টা না করে খাদ পার হওয়ার কোন সেতুপথ আছে কি না সেইটাই এখন তার অনুসন্ধানের বিষয়। পারাপারের পথ আবিষ্কার করতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে গাছগুলোকে

সে সবেগে উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করছে ভূমিপৃষ্ঠে, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কর্ণভেদী বৃংহণ শব্দে কাঁপছে আকাশ-বাতাস।

আচম্বিতে অরণ্যের অন্তঃপুর থেকে ভেসে এল বহু হস্তীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি, দলপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটে আসছে দানবের দল! কিছুক্ষণ পরেই তাদের দেখা পাওয়া গেল। ঢালু জমির উপর দিয়ে দলপতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ধূসরবর্ণ চলন্ত পর্বতের সারি—আত্তিলিও গুণে দেখলেন সেই ভয়ংকর বাহিনীতে অবস্থান করছে দু'তুশো বন্য হস্তী!

ব্যাপারটা শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয় বটে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হস্তিযূথের সামনে কয়েকহাত দূরে দাঁড়িয়ে তাদের সংখ্যা গণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন আত্তিলিও। নিষ্ফল ক্রোধে চিৎকার করে আকাশ ফাটালেও হাতীদের মধ্যে কেউ খাদ ডিঙিয়ে আসার জন্য পা বাড়াতে রাজী নয়!

আত্তিলিওর মনে পড়ল খুব ছোটবেলায় একটা বইতে তিনি পড়েছিলেন—'প্রতি পদক্ষেপে খুব বেশী হলে সাড়ে ছয় ফুট জায়গা অতিক্রম করতে পারে হাতী; একটা সাত ফুট চওড়া খাদ পার হওয়ার ক্ষমতা তার নেই।'

কেতাবী তথ্য নিয়ে আর মাথা ঘামাননি তিনি। কিন্তু কথাটা যে সত্যি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে খাদটাকে দুটো তুচ্ছ মানুষ লাফিয়ে পার হয়ে গেছে, সেই খাদটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিত বলশালী হস্তিযূথের সামনে! হাতী লাফাতে পারে না এবং সাড়ে ছয় ফুটের বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে পা ফেলার ক্ষমতাও তার নেই—অতএব দশ ফুট চওড়া খাদের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আত্তিলিও নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে করলেন।

কিন্তু এই নিরাপত্তা যে নিতান্ত সাময়িক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল বম্‌বো।

আত্তিলিও যখন হাতীদের সংখ্যা নির্ণয় করতে ব্যস্ত, বম্‌বো তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিল, 'গুলি চালাও বাওয়ানা, গুলি চালাও।'

মাঝখানে খাদের বাধা থাকায় হাতীর পক্ষে গুলি খেয়ে প্রতি-আক্রমণ চালানোর সুযোগ ছিল না। ভালো শিকারী সর্বদাই শিকারকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতে চায়, তাই একতরফা সুবিধা নিয়ে গুলি চালাতে অনিচ্ছুক ছিলেন আত্তিলিও—কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তিনি রাইফেল তুলতে বাধ্য হলেন। বিশালকায় যূথপতি দাঁতের আঘাতে মাটি আর পাথর তুলে ফেলছে খাদের গর্তে, সঙ্গীরাও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে একাগ্রচিত্তে—যে-কোন সময়ে মাটি ও পাথরে ভরাট হয়ে খাদের উপর হাতীদের পারাপার করার উপযোগী একটা সেতু গড়ে উঠতে পারে, এবং সেরকম কিছু ঘটলে গোটা দলটাই যে ঐ পথে খাদ পার হয়ে মানুষ দুটিকে আক্রমণ করতে ছুটে আসবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখাতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজী হলেন না আত্তিলিও, রাইফেল তুলে সর্দার-হাতীর মাথার উপর তিনি লক্ষ্যস্থির করতে লাগলেন। বিলের গুলিতে চিহ্নিত ক্ষতস্থানের একটু উপরেই আত্তিলিওর নিক্ষিপ্ত প্রথম গুলির দাগ;—ঐ দাগের একটু উপরে বিঁধল রাইফেলের দ্বিতীয় বুলেট। হাতী একটুও কাবু হল না, আঘাতের যাতনায় সে আরও ক্ষেপে গেল এবং দ্বিগুণ উৎসাহে দাঁত বসিয়ে মাটি তুলে ফেলতে লাগল খাদের মধ্যে। আত্তিলিও অবাক হয়ে গেলেন—এ কেমন হাতী? মাথার উপর দুর্বলতম স্থানে ভারি রাইফেলের গুলি অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এমন হাতীর কথা তিনি কখনও শোনেন নি। মাথা ছেড়ে তিনি নিশানা করলেন কর্ণমূলে।

গর্জে উঠল রাইফেল। হাঁটু পেতে বসে পড়ল মত্ত মাতঙ্গ।

উপবিষ্ট অবস্থায় তার দেহটা একবার তুলে উঠল, তারপর প্রচণ্ড শব্দে শয্যা গ্রহণ করল মাটির উপর—সব শেষ।

যূথপতির মৃত্যু দেখে থমকে গেল হাতীর দল। শূন্যে কয়েকবার রাইফেলের আওয়াজ করলেন আত্তিলিও। হস্তিযূথ এইবার শঙ্কিত হল। প্রথমে রণে ভঙ্গ দিল শাবকসহ হস্তিনীর দল, তারপর তাদের অনুসরণ করে বনের মধ্যে অদৃশ্য হল সমগ্র বাহিনী। অকুস্থলে পড়ে রইল কেবল যূথপতির প্রকাণ্ড প্রাণহীন দেহ। বিল, মাতোনি এবং আরও অনেক শিকারী ও স্থানীয় মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী খুনী জানোয়ারটা শেষ পর্যন্ত আত্তিলিওর রাইফেলের গুলিতে ইহলীলা সংবরণ করল।

নিহত হস্তীর মস্তক পরীক্ষা করে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্টের সন্ধান পাওয়া গেল। রাইফেলের তিনটি বুলেটই হাতীর মাথায় লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ—ভাঙ্গাচোরা বুলেটের ত্রাহস্পর্শে চিহ্নিত ঐ করোটিকে পাঠান হয়েছিল যাদুঘরে ;—পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল হাতীর মগজের উপর যেখানে মর্মস্থলের অবস্থান, সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে পাক্কা সাড়ে নয় ইঞ্চি উপরে রয়েছে এই সৃষ্টিছাড়া জন্তুটার মর্মস্থান! তামাম দুনিয়ার হাতীদের মধ্যে এমন 'বিকৃত মস্তিষ্কের' উদাহরণ কোথাও পাওয়া যায় নি। মস্তিষ্কের ঐ অদ্ভুদ বৈশিষ্ট্যের জন্যই শিকারীদের নিক্ষিপ্ত গুলির পর গুলি ব্যর্থ হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, হতভাগ্য বিল, এবং খাদটা না থাকলে বম্বো আর আত্তিলিওর অবস্থাও যে বিলের মতোই হতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ * বিদায় আফ্রিকা ১৯৩৯

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-গর্জন যখন শুরু হল, আত্তিলিও তখন আফ্রিকার এক দুর্গম অঞ্চলে বিভিন্ন গবেষণায় ব্যস্ত। আফ্রিকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল বলে তিনি আমেরিকাতে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। আফ্রিকা থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি দ্বিতীয়বার কিভুর অরণ্যে প্রবেশ করে একটি মস্ত বড় গরিলা শিকার করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির জন্য—'প্রিটোরিয়া মিউজিয়াম অব সাউথ আফ্রিকা।'

তবে 'মোয়ামি ন্‌গাগি' নামে যে জন্তুটাকে তিনি আগে মেরেছিলেন, সেটার সঙ্গে অন্য গরিলার তুলনা হয় না। উক্ত 'মোয়ামি ন্‌গাগি' হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গোরিলা। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত অত বড় গরিলা কেউ শিকার করতে পারেনি।

কিবালির নিম্নভূমিতে অবস্থিত বনে-জঙ্গলে হানা দিয়ে 'ওকাপি' নামক দুষ্প্রাপ্য পশুকে বন্দী করতে সমর্থ হয়েছিলেন আত্তিলিও। একটি নয়, দুটি নয়—পাঁচ-পাঁচটা ওকাপিকে তিনি ধরেছিলেন। এক ধরনের অদ্ভুত জিরাফের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন আত্তিলিও জন্তুগুলোর নাম দিয়েছিলেন 'অকোয়াপিয়া কিবালেনসিস'।

ঐসব বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করার জন্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে আত্তিলিও ভ্রমণ করেছেন। ক্রিস্ট্যাল পর্বতমালার অরণ্যে, লুয়ালালাবা ও কাসাই নদীর তটভূমিতে—অ্যালবার্ট, এডওয়ার্ড, টাঙ্গানিকা প্রভৃতি হ্রদের তীরে—সর্বত্র অশ্রান্ত পদক্ষেপে ঘুরেছেন আত্তিলিও, রহস্যময়ী আফ্রিকার বুকের ভিতর থেকে গোপন সম্পদ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে চেয়েছেন লোকচক্ষুর গোচরে···

উনচল্লিশ জাতের পশুপক্ষী, সরীসৃপ এবং ছেষট্টি রকমের কীটপতঙ্গ ও দুশো অজ্ঞাত উদ্ভিদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন আন্তিলিও।

আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়ার সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তাহলে আবার আমি ফিরে আসব আফ্রিকাতে, আবার এখানে শুরু করব গবেষণা আর অনুসন্ধান-কার্য।'